ভগবৎ-দর্শন
হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের পত্রিকা

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি
শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের ট্রাস্টি শ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী মহারাজ ● **সম্পাদক** শ্রীমৎ ভক্তিচারু স্বামী মহারাজ ● **সহ-সম্পাদক** শ্রী নিতাই দাস ও সনাতনগোপাল দাস ● **সম্পাদকীয় পরামর্শক** পুরুষোত্তম নিতাই দাস ● **অনুবাদক** স্বরাট মুকুন্দ দাস ও শরণাগতি মাধবীদেবী দাসী ● **প্রুফ সংশোধক** সনাতনগোপাল দাস ● **ডিটিপি** তাপস বেরা ● **প্রচ্ছদ** জহর দাস ● **হিসাব রক্ষক** জয়ন্ত চৌধুরী ● **গ্রাহক সহায়ক** জিতেন্দ্রিয় জনার্দন দাস ও ব্রজেশ্বর মাধব দাস ● **সৃজনশীলতা** রঙ্গীগৌর দাস ● **প্রকাশক** ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে **সত্যদর্শী নন্দা** দ্বারা প্রকাশিত

অফিস অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, ১০ গুরুসদয় রোড, ফ্ল্যাট ১-বি, কলকাতা ৭০০০১৯,
মোবাইল ৯০৭৩৭৯১২৩৭
মেলঃ btgbengali@gmail.com

বাৎসরিক গ্রাহক ভিক্ষা ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(বুক পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ২৫০ টাকা, ২ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(রেজিষ্ট্রি পোষ্ট)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা ● ভগবৎ-দর্শন ও সংকীর্তন সমাচার **(ক্যুরিয়ার সার্ভিস)** ১ বছরের জন্য - ৫০০ টাকা (কেবলমাত্র পশ্চিমবঙ্গে), ১ বছরের জন্য - ৭২০ টাকা (পশ্চিমবঙ্গের বাইরে) ● **মানি অর্ডার উপরিউক্ত ঠিকানায় ডাকযোগে পাঠান অথবা নিম্নলিখিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আপনার গ্রাহক ভিক্ষার টাকা জমা করুন।**

অ্যাক্সিস ব্যাঙ্ক (কোলকাতা প্রধান শাখা)
৭, শেক্সপিয়ার সরণী, কোলকাতা
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নম্বর - ০০৫০১০১০০৩২৯৪৩৯
আই.এফ.এস.সি - UTIB 0000005
ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম - ইসকন

আপনার ঠিকানা পরিবর্তন অথবা গ্রাহক ভিক্ষা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের উত্তর জানতে হলে উপরিউক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।
আপনার প্রশ্নের শীঘ্র উত্তর পেতে হলে আপনার সাম্প্রতিক গ্রাহক ভিক্ষার রসিদ এবং তার বিবরণটি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দিন। আট সপ্তাহের মধ্যে আপনাকে সহায়তা দেওয়া হবে।

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪১৩১৩
২০২১ ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট দ্বারা সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ভগবৎ-দর্শন

৪৫ তম বর্ষ ■ ৪র্থ সংখ্যা ■ শ্রীধর ৫৩৫ ■ আগস্ট ২০২১

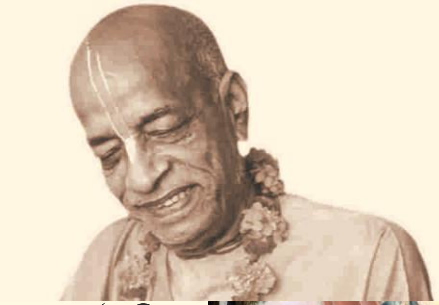

বিষয়-সূচী

৩ প্রতিষ্ঠাতার বাণী
মোহ মুক্তি
আমাদের জীবনের জড় চেতনাটি হলো যে আমরা বহিঃশক্তির দ্বারা নিপীড়িত। এটিই মোহগ্রস্ত অবস্থা। “আমি খ্রীস্টান”, “আমি হিন্দু”, “আমি মুসলমান,” “আমি ইংরেজ”, “আমি জার্মান”। এই সমস্ত ধারণাগুলিই ভয়ানক, উন্মাদগ্রস্ত। কারণ আত্মা অবিনশ্বর।

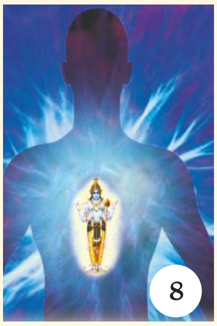

৬ আচার্য বাণী
অপূর্ব লীলাময় কৃষ্ণ
শ্রীকৃষ্ণই সর্ব কারণের কারণ। তিনিই কারণ এবং ফলের স্রষ্টা এবং তিনি পরম নিয়ন্ত্রক। তাঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। সেইহেতু এমনকি অঘাসুরের মতো এক জীবাত্মাকে সারূপ্য-মুক্তি প্রাপ্তির যোগ্যতাদানও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বিস্ময়কর নয়।

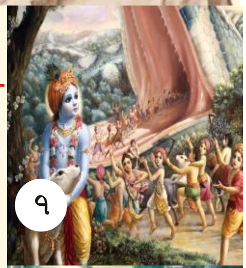

১০ সাময়িক প্রসঙ্গ
ভগবানের নিকট সমস্ত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম জপ এতই শক্তিশালী যে তা পূর্বকৃত সমস্ত পাপকে ভস্মীভূত করে দেয়। “যেমন আগুন শুষ্ক তৃণকে চাইয়ে পরিণত করে তেমনই ভগবানের দিব্য নাম যদি কেউ জপ করে তা নিশ্চিত রূপে তার সমস্ত পাপ কর্মের ফলকে ভস্মীভূত করে দেয়।

১৪ শাস্ত্রীয় দৃষ্টিকোণ
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা
হে মহাবাহো! মন যে দুর্দমনীয় ও চঞ্চল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হে কৌন্তেয়! ক্রমশ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়। শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন—অবাধ্য মনকে সংযত করা যে কত কঠিন তা অর্জুন বুঝতে পেরেছিলেন।

১৮ পরিচয়
ধারাবাহিক ভাগবত শ্রবণ
শ্রীনারদমুনি বললেন, তুমি পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত মহিমান্বিত এবং নির্মল কীর্তি যথার্থভাবে কীর্তন করনি। যে দর্শন পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলির সন্তুষ্টি বিধান করে না, তা অর্থহীন।

২৪ শাস্ত্র কথা
ব্রহ্মসংহিতা
অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদনকারিণী মায়া যাঁর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অধ্যক্ষতায় মায়া চরাচর বিশ্বকে উৎপাদন করে এবং ভগবানের অধ্যক্ষতা হেতু জগৎ বারংবার উৎপন্ন ও লয় হয়।

২৫ প্রচ্ছদ কাহিনী
দেবতা ও ভগবান
গাছের গোড়ায় জল ঢাললে যেমন সেই গাছের স্কন্ধ, ডালপালা তৃপ্ত হয়, কিংবা পাকস্থলীতে খাবার দিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়, ঠিক তেমনি অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করলে সমস্ত দেবদেবী প্রসন্ন হন। যস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট।

বিভাগ

৯ আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর
সমাজে দুষ্ট ব্যক্তির বাহ্য লক্ষণ কিরকম?

১৩ অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদ
আম আনারস চাটনী

২১ ইসকন সমাচার
শ্রীপাদ পঙ্কজাঙ্ঘ্রী প্রভু ইসকনের শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের অতি প্রিয় পূজারী এই নশ্বর জগত থেকে প্রস্থান করলেন

২৮ ছোটদের আসর
রাত্রি বেলায় সূর্য দর্শন

৩০ ভক্তি কবিতা
শ্রীব্রহ্মার প্রতিবেদন

আমাদের উদ্দেশ্য

● সকল মানুষকে মোহ থেকে বাস্তবতা, জড় থেকে চিন্ময়তা, অনিত্য থেকে নিত্যতার পার্থক্য নির্ণয়ে সহায়তা করা। ● জড়বাদের দোষগুলি উন্মুক্ত করা। ● বৈদিক পদ্ধতিতে পারমার্থিক জীবনের পথ নির্দেশ করা। ● বৈদিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার। ● শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর নির্দেশ অনুসারে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা। ● সকল জীবকে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা স্মরণ করানো ও তাঁর সেবা করতে সাহায্য করা।

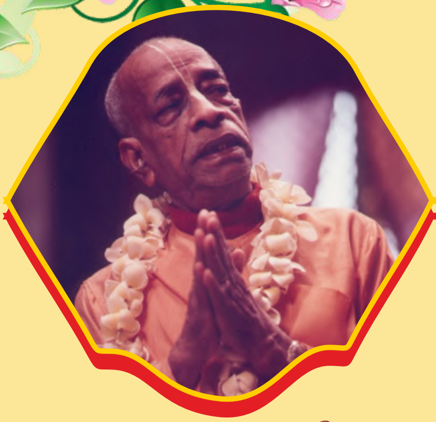
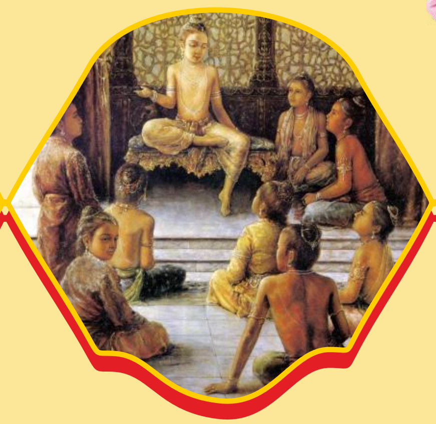

সম্পাদকীয়

ভগবানের ভক্তেরা পরম করুণাময়

ভগবানের ভক্তরা সমস্ত জীবের প্রতিই করুণা প্রকাশ করেন। তারা ভগবানের ইচ্ছাটিকে জানেন। ভগবান কখনো চান না যে কেউ দুর্দশাগ্রস্ত হোক, এমন কি পাপীর জন্যও নয়। ভগবান চান প্রত্যেকে শুদ্ধ হোক এবং তাঁর কাছে ফিরে আসুক। তাই ভক্তরা সর্বদাই ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন প্রত্যেককে তাদের পাপ থেকে মুক্ত করতে এবং তাদের ভুল থেকে তাদের ক্ষমা করতে।

শ্রীল প্রভুপাদ ভগবদ্‌গীতার শ্লোক ৩।২৯ এর তাৎপর্যে বলেছেন—‘‘ভগবানের ভক্তরা ভগবানের চাইতেও বেশী কৃপালু। তাই তারা নানা রকম দুঃখ কষ্ট সহ্য করে সমস্ত বিপদকে অগ্রাহ্য করে সকলের অন্তরে ভগবদ্ভক্তি সঞ্চার করতে চেষ্টা করেন। কারণ তারা জানেন যে, মনুষ্য জন্ম লাভ করে ভগবদ্ভক্তি সাধন না করলে সেই জন্ম সম্পূর্ণ বৃথা।’’

ভক্তরা কষ্ট পায় যখন দেখে অন্যেরা কষ্টে আছে। তারা চায় যে প্রত্যেকেই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হোক। প্রকৃতপক্ষে তারা অপরের পাপকর্মের জন্য দুর্দশাগ্রস্ত হতে তৈরী। যখন ভগবান নৃসিংহদেব প্রহ্লাদ মহারাজকে বর প্রার্থনা করার জন্য বলেছিলেন তখন প্রহ্লাদ মহারাজ অনেক কিছুই প্রার্থনা করতে পারতেন। এবং পরমেশ্বর ভগবান প্রহ্লাদ মহারাজের যে কোন অভিলাষ পূর্ণ করতেন। কিন্তু প্রহ্লাদ মহারাজ নিজের জন্য কোন কিছু প্রার্থনা করেননি। তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন, তিনি সমস্ত ক্লেশ মুক্ত ছিলেন। তিনি নরককে ভয় পান না, আবার স্বর্গসুখ কামনাও করেন না, কারণ কি? তিনি সর্বদাই ভগবান বিষ্ণুর ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন এবং সুখে ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক ৬।১৭।২৮ প্রহ্লাদ মহারাজের ন্যায় শুদ্ধ ভক্তের গুণাবলী বর্ণনা করে, ভক্তরা পরিপূর্ণ রূপে পরম পুরুষোত্তম ভগবান নারায়ণের প্রেমময়ী সেবায় নিমগ্ন থাকেন, জীবনের কোন অবস্থাকেই তাঁরা ভয় পান না, তাঁদের নিকট স্বর্গ, নরক বা মুক্তি সকলই এক, সেই সমস্ত ভক্তগণ শুধুমাত্র ভগবত সেবা আকাঙ্ক্ষী।

যদিও ভগবানের শুদ্ধভক্তের একটি অভিলাষ থাকে। সেই অভিলাষটি হলো প্রত্যেককে সুখী দেখা। তারা চায় প্রত্যেকটি দুর্দশাগ্রস্ত জীব মুক্তি লাভ করুক। এরজন্য তারা যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত।

প্রহ্লাদ তাঁর একান্ত অভিলাষটি ভগবান নৃসিংহদেবের কাছে নিবেদন করেছিলেন।

‘‘হে আমার আরাধ্য ভগবান নৃসিংহদেব, আমি দেখেছি যে বহু মুনিঋষিগণ তারা কেবল মাত্র তাদের মুক্তির জন্য আগ্রহী। তাঁরা বড় শহর বা নগরের কথা চিন্তা করেন না, তাঁরা হয় হিমালয়ে অথবা অরণ্যে গমন করেন এবং মৌন ব্রত সহযোগে ধ্যান করেন। তাঁরা অন্যদের মুক্তির জন্য আগ্রহী নন। কিন্তু আমি, আমার চারি পাশে এই মূঢ় নির্বোধদের ছেড়ে শুধু নিজের মুক্তি চাই না। আমি জানি কৃষ্ণভাবনামৃত ব্যতীত আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয় ব্যতীত কেউ সুখী হতে পারে না। তাই আমি তাদের সকলকে আপনার শ্রীপাদপদ্মের আশ্রয়ে নিয়ে যেতে চাই।’’

প্রহ্লাদ শুধুমাত্র দৈত্য হিরণ্যকশিপুর জন্যই প্রার্থনা করেননি, তিনি আমাদের জন্যও প্রার্থনা করেছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদেরও এই একই মনোভাব ছিল। তিনি সর্বদাই প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা করেছেন। তিনি আমার আপনার মতো দুর্দশাগ্রস্ত জীব সকলকে মুক্ত করার জন্য জীবনে সমস্ত রকম বিপদকে তুচ্ছ করেছেন। আমাদের মতো দুর্দশাগ্রস্ত জীবকে দেখে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। তিনি আমাদেরকে কৃষ্ণ দেবার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকতেন। আন্তরিক পক্ষে সর্বদাই আমাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্যনাম জপের জন্য উৎসাহিত করতেন—হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র—মুক্তি মন্ত্র।

নিম্নের কথোপকথনটি কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ. সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এবং একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ড. ক্রিশ্চিয়ান হাওসারের মধ্যে স্টকহোমে ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ সালে সংঘটিত হয়েছিল।

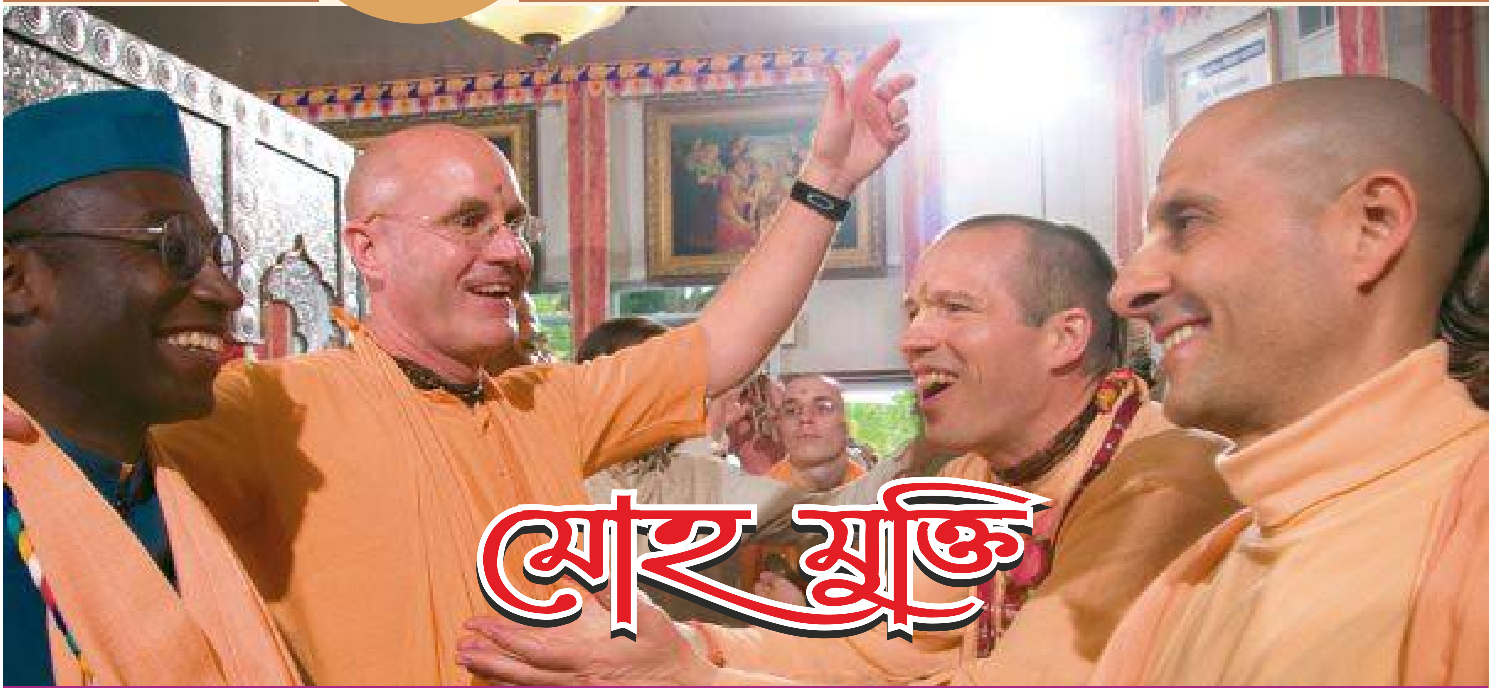

মোহ মুক্তি

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

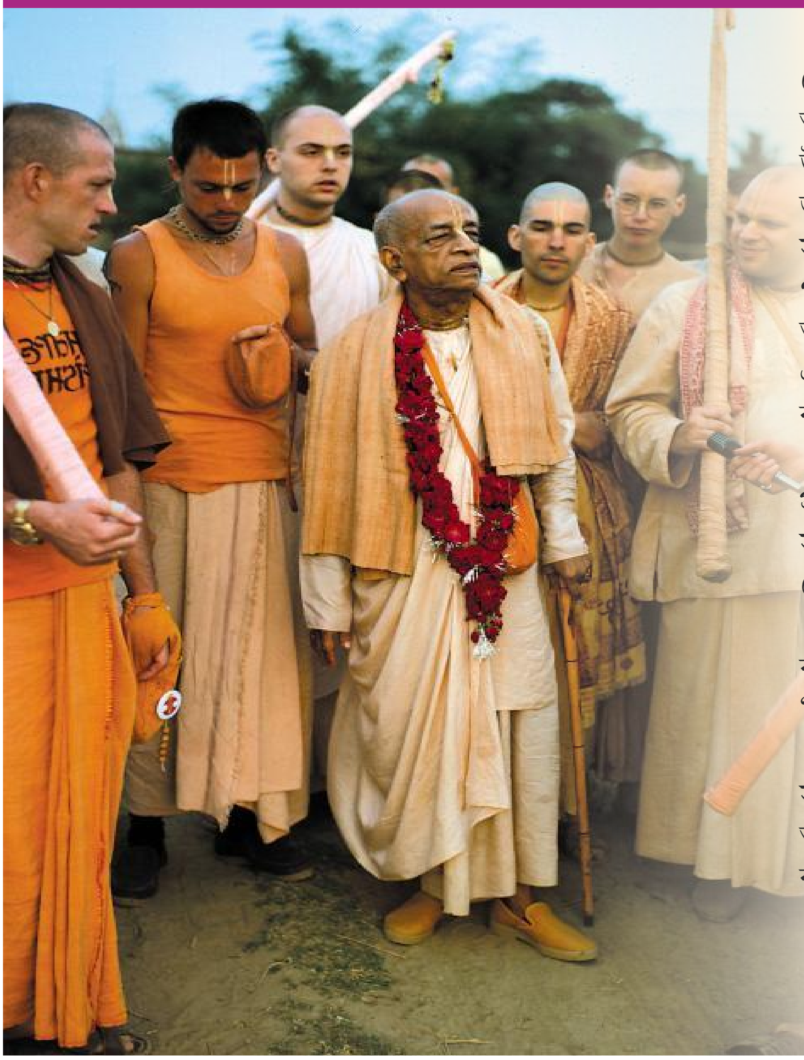

ড. হাওসার ঃ আপনি জানেন আমি আপনার ছাত্র জেমস্‌কে আপনার ছাত্র হওয়ার পূর্বে থেকে জানি। এবং আমি অবশ্য করেই বলতে পারি যে সে একজন উদ্দেশ্যবিহীন ব্যক্তি ছিল—একজন ব্যক্তি যে তার জীবনে বিশেষ রূপে কোন কিছুই দেখতে পায়নি। সে সর্বক্ষণ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু গতকাল আমি যখন তাকে দেখলাম সে খুব সুখী ছিল, সে ভক্ত হিসাবে নিজের নবজীবন সম্বন্ধে খুব আনন্দিত ছিল, এবং তার এই ভাবটি আমাকে অত্যন্ত আনন্দ প্রদান করেছে। আমি জেমসকে খুব ভালবেসে ফেলেছি।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, কৃষ্ণভাবনামৃতই হলো জীবের প্রকৃত পরিচয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে একটি শিশু সর্বদাই সচেতন "আমি অমুক ব্যক্তির পুত্র।" এই চেতনাটি হলো স্বাভাবিক।

একজন ব্যক্তি উন্মাদ হয়ে যেতে পারে কিন্তু যখন সে ব্যাধি মুক্ত হয় সে তৎক্ষণাৎ অনুধাবন করতে পারে, "আমি অমুক বংশজাত, আমি অমুক মহাশয়ের পুত্র।"

অনুরূপ ভাবে চিন্ময় স্ফুলিঙ্গ যখন এই জড় জগতের সংস্পর্শে আসে জীবাত্মা তখন মোহগ্রস্ত হয়। যদিও আমরা কৃষ্ণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত এবং প্রকৃত কৃষ্ণচেতনাকে বিদূরিত করা যায় না তথাপি কোনও ভাবে

এই জড়জগতে আমরা কৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কটি বিস্মৃত হয়ে যাই। এটিই হচ্ছে মোহ উন্মাদগ্রস্ত অবস্থা।

আপনি একজন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, আপনি খুব ভালো করে জানেন এই জড় জগতে প্রত্যেক ব্যক্তিই অল্প বিস্তর উন্মাদগ্রস্ত।

ড. হাওসার ঃ বা তার মধ্যে এই জীবাণু রয়েছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ একটি বাংলা পদ্য আছে সেখানে বলে, "পিশাচী পাইলে যেন মতিচ্ছন্ন হয়/মায়াগ্রস্ত জীবের সেই দশা উপজয়।" "কোন ব্যক্তি যিনি মায়ার মধ্যে বাস করেন তিনি ঠিক যেন ভূতদ্বারা তাড়িত হয়েছেন।" আপনার ভূতদ্বারা তাড়িত বা ভূতগ্রস্ত কোন ব্যাধি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা আছে।

ড. হাওসার ঃ ওহ! হ্যাঁ, এটি মনোরোগীদের একটি খুব সাধারণ লক্ষণ। তারা মনে করে যে তারা বহিঃশক্তি দ্বারা নির্যাতিত।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, বহিঃশক্তি। আমাদের জীবনের জড় চেতনাটি হলো যে আমরা বহিঃশক্তির দ্বারা নিপীড়িত। এটিই মোহগ্রস্ত অবস্থা। "আমি খ্রীস্টান", "আমি হিন্দু", "আমি মুসলমান," "আমি ইংরেজ", "আমি জার্মান"। এই সমস্ত ধারণাগুলিই ভয়ানক, উন্মাদগ্রস্ত। কারণ আত্মা অবিনশ্বর। "বেদ অবিনাশিনং নিত্যম্"। বিশুদ্ধ আত্মার কোন একটি বিশেষ দেহের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

উদাহরণ স্বরূপ, কোন স্বপ্নে আমরা বহু জিনিস দেখতে পাই, কিন্তু সেইগুলি সম্বন্ধে বস্তুত আমাদের করণীয় কিছু নেই। এটি আমাদের রাত্রিকালীন স্বপ্ন এবং আমরা যখন জেগে উঠি তখন আমরা তা বুঝতে পারি।

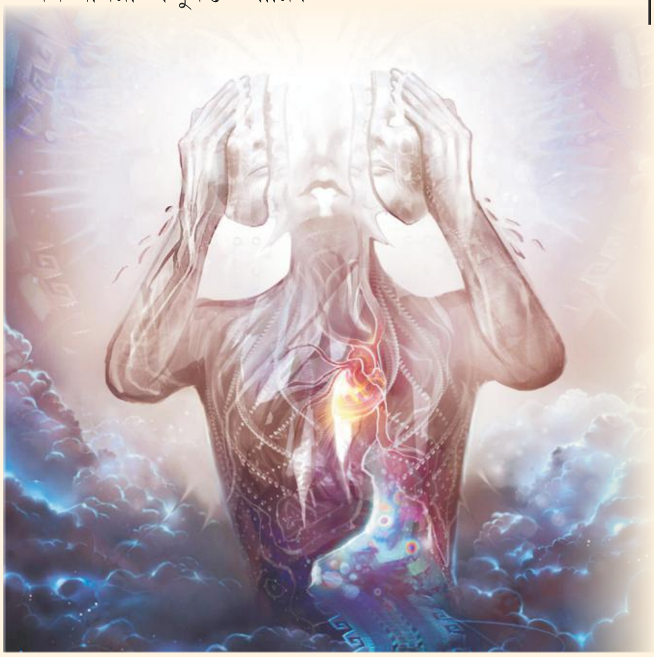

দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা যখন জেগে উঠি, আমরা সাধারণত দিবা স্বপ্নে ফিরে যাই। আমি এই, আমি সেই, আমি সর্বদা, আমি কালো, আমি আমেরিকান ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাত্রি বেলাতে যখন আমরা স্বপ্ন দেখি তখন আমাদের অবস্থানটি ভিন্ন রকম থাকে এবং আমরা দিন-রাতের সমস্ত কিছুই ভুলে যাই। পুনরায় দিনের বেলায় রাত্রিকালীন সমস্ত কিছু ভুলে যাই। প্রকৃতপক্ষে আমরা অন্য একটি স্বপ্নে প্রবেশ করি।

যখন আমরা রাত্রিকালীন স্বপ্ন ত্যাগ করি আমরা তার সব কিছু ভুলে যাই এবং এটি কেমন ছিল ভাবতে থাকি এটি একটি অস্থায়ী অবস্থা, একটি স্বপ্ন। কিন্তু আমাদের দিনমানের অবস্থাটিও অস্থায়ী, এটিও একটি স্বপ্নের মতো। আমাদেরকে স্থায়ী সত্যের কথা জানতে হবে। আমি হলাম এই জড় জগতের দিবা রাত্রের স্থায়ী আধ্যাত্মিক পর্যবেক্ষক। সমস্যাটি হলো এই যে আমাদের মধ্যে অধিকাংশই এই দুইটি স্বপ্নই দেখি কিন্তু শুধুমাত্র একটিকে স্বপ্ন বলে মনে করি। আমরা দিনমানের স্বপ্নটিকে স্থায়ী সত্য বলে মনে করি। যখন কেউ স্বপ্নকে সত্য বলে মনে করে তখন আপনি তার চিকিৎসা করেন, করেন কি না?

ড. হাওসার ঃ হুঁম, ঠিক।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ সুতরাং ব্যবহারিক ভাবে বলা যায় যে প্রত্যেকেই যারা এই অস্থায়ী জড় শক্তিতে আসক্ত তারা উন্মাদ, এবং আমরা তাকে এই মোহ থেকে বা স্বপ্নগ্রস্ত অবস্থা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছি। এটিই হলো আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের মূল উদ্দেশ্য।

ড. হাওসার ঃ কিন্তু সে কি স্বপ্ন দেখা বন্ধ করবে? আমি বলতে চাইছি, প্রকৃতপক্ষে সে বন্ধ করবে, কেউ কি স্বপ্ন দেখা বন্ধ করবে?

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ, আমরা এই অর্থে এই শব্দটিকে

ব্যবহার করছি যে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার নিত্য সত্তা এবং নিত্য কর্মকে উপলব্ধি করতে পারছে ততক্ষণ। সে তখন জানতে পারে, ‘‘আমি এই মোহগ্রস্ত অবস্থা থেকে পৃথক’’ তাই যখন একজন নিজেকে স্বপ্নের অংশ না ভেবে শুধুমাত্র একজন পর্যবেক্ষক হিসাবে উপলব্ধি করতে পারে তখন তার মোহমুক্তি হয়।

ড. হাওসার ঃ কিন্তু রাত্রে স্বপ্ন দেখার আরও একটি অন্য ক্রিয়া আছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ না, সেটি কোন বিষয় নয়। দিবা স্বপ্ন বা রাত্রিকালীন স্বপ্ন উভয়ই এক বস্তু। অবাস্তব মরীচিকা, শুধুমাত্র তাদের স্থায়িত্বকালে অর্থাৎ রাত্রে আপনি স্বপ্ন দেখেন কয়েক মিনিটের জন্যে এবং দিনের বেলায় স্বপ্ন দেখেন কয়েক ঘন্টার জন্য।

কিন্তু যদি দিনের বেলায় আপনি মনে করেন আপনি একজন ইংরেজ বা আপনি একজন সুইডিশ বা আপনি হিন্দু বা মুসলিম এটিও স্বপ্ন। আপনি এগুলির কোনটিই নন। না আপনি আপনার রাত্রিকালীন স্বপ্নের কোন অংশ। আমাদের মোহগ্রস্তের কারণে কখনো কখনো আমরা ধরে নিই, ‘‘এই দিবাস্বপ্নটি হলো সত্য।’’ বা ঐ দিবা স্বপ্নটি সত্য। কিন্তু এর কোনটিই সত্য নয়। এই দোদুল্যমান অবস্থায় আমরা এগুলিকে সত্য বলে ধরে নিই কিন্তু এগুলি কোনটিই সত্য নয়।

সুতরাং পুনরায় সদ্‌বিবেচনার অর্থ হলো, *সর্বোপাধি বিনির্মুক্তং তৎ-পরত্বেন নির্মলম্* ঃ আমাকে পূর্ণ রূপে সমস্ত মোহগ্রস্ত থেকে মুক্ত হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে রাত্রিকালীন স্বপ্নে আমি মনে করতে পারি যে ‘‘আমি একজন রাজা বা আমি একটি কারখানার মালিক’’। কিন্তু এর কোনটিই সত্য নয়। তারা শুধুই স্বপ্ন, অনুরূপ ভাবে দিনের বেলায় আমি ভাবতে পারি, ‘‘আমি রাশিয়ান, আমি আমেরিকান’’, ‘‘আমি এই’’, ‘‘আমি ঐ’’, কিন্তু এগুলি সকলই স্বপ্ন।

প্রকৃতপক্ষে আমি চিন্ময় আত্মা, পরমাত্মার অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং আমার কর্ম ও প্রকৃতি হলো তাঁর সেবা করা। এটি খুব সহজ। তাই সদ্‌বিবেচনার জন্য প্রয়োজন মোহমুক্ত অবস্থা এবং সমস্ত প্রকার মিথ্যা পরিচয় থেকে মুক্তি।

ড. হাওসার ঃ কিন্তু এই মিথ্যার কিছু ... মিথ্যা উপাধি সকল আমাদের সমাজের প্রয়োজনীয় অঙ্গ হিসাবেও পরিগণিত হয়।

শ্রীল প্রভুপাদ ঃ হ্যাঁ। সেই প্রকার সমাজও মিথ্যা।

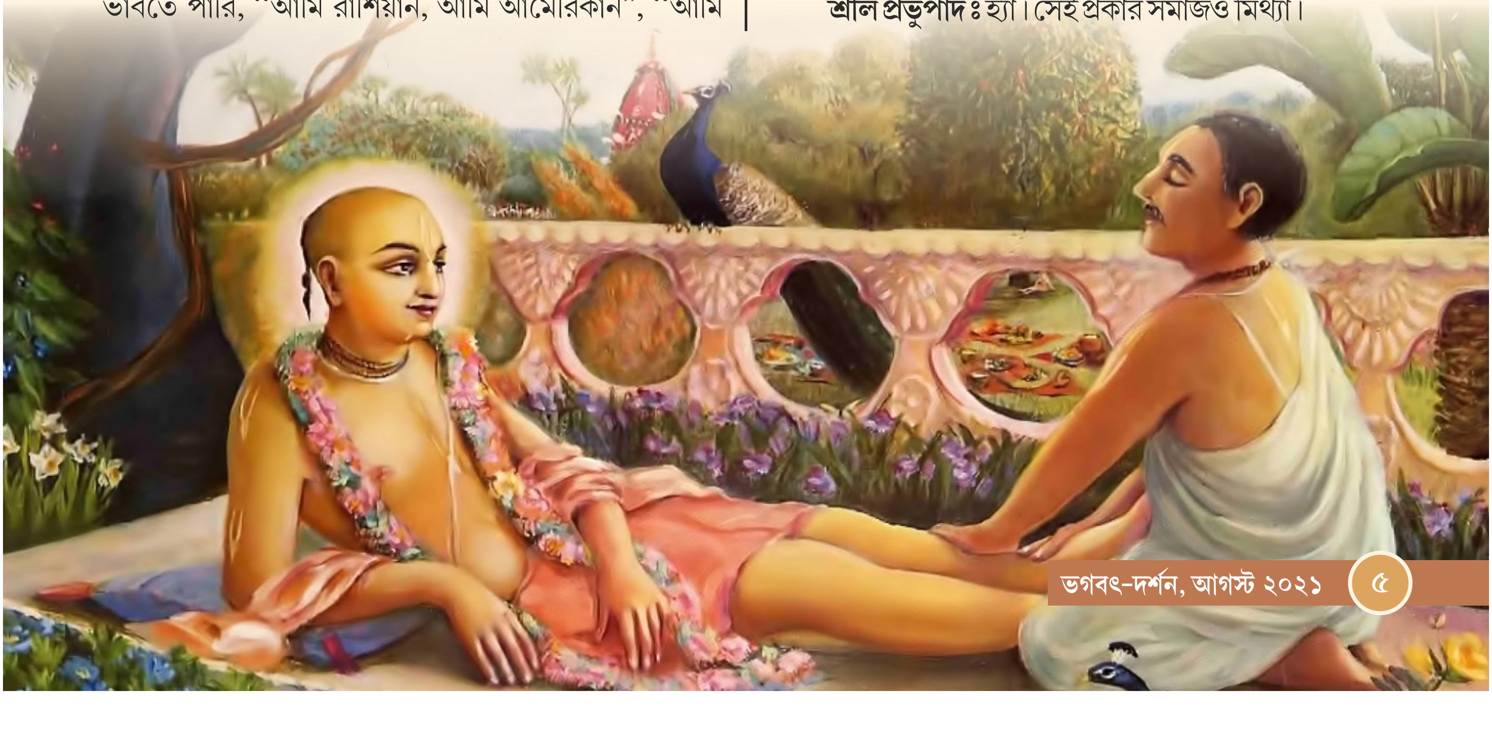

অপূর্ব লীলাময় কৃষ্ণ

সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী

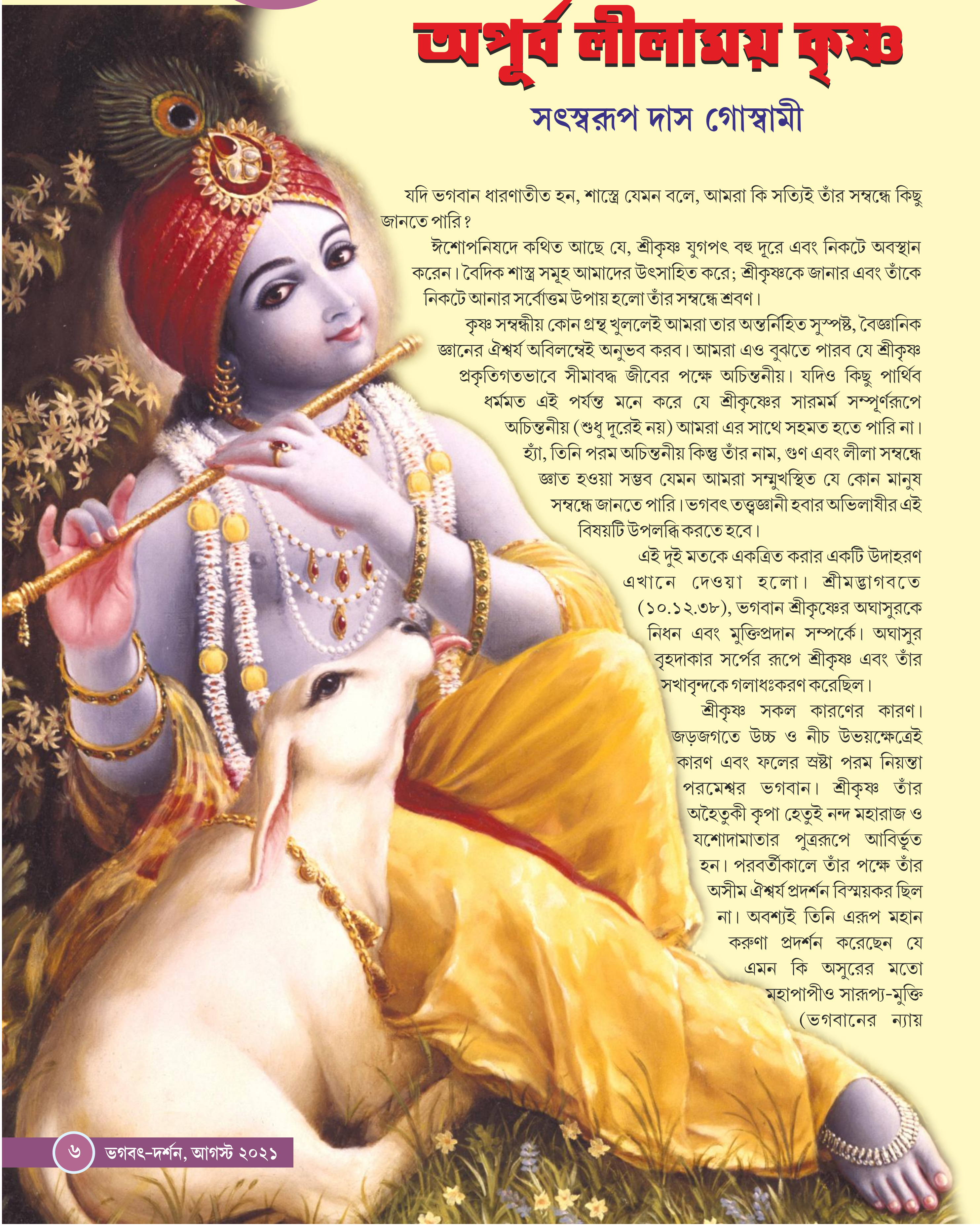

যদি ভগবান ধারণাতীত হন, শাস্ত্রে যেমন বলে, আমরা কি সত্যিই তাঁর সম্বন্ধে কিছু জানতে পারি?

ঈশোপনিষদে কথিত আছে যে, শ্রীকৃষ্ণ যুগপৎ বহু দূরে এবং নিকটে অবস্থান করেন। বৈদিক শাস্ত্র সমূহ আমাদের উৎসাহিত করে; শ্রীকৃষ্ণকে জানার এবং তাঁকে নিকটে আনার সর্বোত্তম উপায় হলো তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ।

কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ খুললেই আমরা তার অন্তর্নিহিত সুস্পষ্ট, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ঐশ্বর্য অবিলম্বেই অনুভব করব। আমরা এও বুঝতে পারব যে শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিগতভাবে সীমাবদ্ধ জীবের পক্ষে অচিন্তনীয়। যদিও কিছু পার্থিব ধর্মমত এই পর্যন্ত মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণের সারমর্ম সম্পূর্ণরূপে অচিন্তনীয় (শুধু দূরেই নয়) আমরা এর সাথে সহমত হতে পারি না। হ্যাঁ, তিনি পরম অচিন্তনীয় কিন্তু তাঁর নাম, গুণ এবং লীলা সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া সম্ভব যেমন আমরা সম্মুখস্থিত যে কোন মানুষ সম্বন্ধে জানতে পারি। ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞানী হবার অভিলাষীর এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে হবে।

এই দুই মতকে একত্রিত করার একটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হলো। শ্রীমদ্ভাগবতে (১০.১২.৩৮), ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অঘাসুরকে নিধন এবং মুক্তিপ্রদান সম্পর্কে। অঘাসুর বৃহদাকার সর্পের রূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁর সখাবৃন্দকে গলাধঃকরণ করেছিল।

শ্রীকৃষ্ণ সকল কারণের কারণ। জড়জগতে উচ্চ ও নীচ উভয়ক্ষেত্রেই কারণ এবং ফলের স্রষ্টা পরম নিয়ন্তা পরমেশ্বর ভগবান। শ্রীকৃষ্ণ তাঁর অহৈতুকী কৃপা হেতুই নন্দ মহারাজ ও যশোদামাতার পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। পরবর্তীকালে তাঁর পক্ষে তাঁর অসীম ঐশ্বর্য প্রদর্শন বিস্ময়কর ছিল না। অবশ্যই তিনি এরূপ মহান করুণা প্রদর্শন করেছেন যে এমন কি অসুরের মতো মহাপাপীও সারূপ্য-মুক্তি (ভগবানের ন্যায়

রূপ) লাভ করে তাঁর এক পার্ষদপদে উন্নীত হন, যা জড়জগতের কলুষিত লোকের পক্ষে প্রাপ্ত হওয়া প্রকৃতপক্ষে অসম্ভব।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেন ঃ

শ্রীকৃষ্ণই সর্ব কারণের কারণ। তিনিই কারণ এবং ফলের স্রষ্টা এবং তিনি পরম নিয়ন্ত্রক। তাঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। সেইহেতু এমনকি অঘাসুরের মতো এক জীবাত্মাকে সারূপ্য-মুক্তি প্রাপ্তির যোগ্যতা দানও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বিস্ময়কর নয়। তাঁর সখাগণের সাথে খেলাচ্ছলে অঘাসুরের মুখগহ্বরে প্রবেশ করার আনন্দ তিনি গ্রহণ করেন। সেইহেতু অঘাসুর সেই ক্রীড়ার সঙ্গে সকল কলুষ হতে মুক্ত হন, শ্রীকৃষ্ণের কৃপায় তিনি সারূপ্য - মুক্তি এবং বিমুক্তি লাভ করেন। কারণ শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে এটি আদৌ বিস্ময়কর নয়।

"আদৌ বিস্ময়কর নয়" এই ছিল শ্রীল প্রভুপাদের ভাব যে, শ্রীকৃষ্ণের ক্ষমতা এবং ঐশ্বর্য সম্বন্ধে যখন আমরা শ্রবণ করি তখন আমাদের আশ্চর্যান্বিত এবং সন্দেহপ্রবণ হওয়া উচিত নয়। শ্রীকৃষ্ণ দৈত্য নিধন করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ গিরি গোবর্ধন উত্তোলন করেছেন। তিনি ১৬,১০৮ পত্নীকে বিবাহ করেছিলেন। এর মধ্যে কোনও কর্মটিই আদৌ বিস্ময়কর নয়। কারণ শ্রীকৃষ্ণ এগুলিকে অনায়াসে করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল কর্ম ও ফলের উৎস। তথাপি তিনি শিশুর ন্যায় প্রতিভাত হন। এটি অবিশ্বাস্য এবং অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে না কি? হ্যাঁ, শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অসীম। কিছুই তাঁর পক্ষে অসম্ভব নয়।

কিন্তু আমরা বিস্মিত হই। শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর 'কৃষ্ণ' বইয়ের একটি অধ্যায়ের নামকরণ করেছেন 'অপূর্ব লীলাময় কৃষ্ণ' লীলাময় একটি সরস শব্দ যদি এটি লঘুতার সঙ্গে ব্যবহৃত না হয়; এটি একটি চরম আনন্দময় অভিজ্ঞতার প্রতি নির্দেশ করে।

শাস্ত্রে ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাঁদের সম্বন্ধ অনুসারে 'অপূর্ব লীলাময় কৃষ্ণ' বিশেষণটি প্রকাশ করেছেন। কুন্তী দেবী প্রার্থনা করছেন যে যদিও শ্রীকৃষ্ণ হলেন পরম সত্য, বাল্যরূপে তিনি মা যশোদার অধীন হয়েছিলেন। যদিও মূর্তিমান ভয় তাঁর ভয়ে ভীত, তাঁর মাতা লাঠি হাতে তাঁকে ভয় দেখালে তিনি মায়ের কাছ থেকে ভয়ে দৌড়ে দূরে চলে যাচ্ছেন। কুন্তীদেবী বলেন, যখন তিনি ভয়ে পলায়নরত কৃষ্ণের কথা, তাঁর অশ্রুজলে কাজলমাখা রূপের কথা চিন্তন করেন, তিনি অভিভূত হন। যশোদার কত ভাগ্য যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের মা হয়ে পরম নিয়ন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করছেন।

আচার্যগণ, অতীতের মহান আধ্যাত্মিক গুরুগণ, শ্রীকৃষ্ণের অচিন্তনীয় ক্ষমতার অপর দিক নির্দেশ করেছেন যা তাঁর স্বাংশপ্রকাশ এবং অবতাররূপকেও ছাপিয়ে যায়। ক্ষুদ্র শিশুরূপে তিনি যে বিস্ময়কর লীলাবিলাস করেছেন। মাত্র কয়েকদিন বয়সে কৃষ্ণ পুতনাকে বধ করেছিলেন। সাতবৎসর বয়সে তিনি তাঁর বামহস্তে কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা গোবর্ধন পর্বত উত্তোলন করেছিলেন। অন্য অবতারে তিনি বৃহৎ কর্ম সমাধানের উদ্দেশ্যে বৃহৎ রূপ ধারণ করেছিলেন। হিরণ্যকশিপু নিধনের জন্য সত্যযুগে তিনি নৃসিংহদেবরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যদিও বামন ব্রাহ্মণ রূপে তিনি বলি মহারাজের কাছে ত্রিপাদভূমি যাচনা করেছিলেন, সেই পদক্ষেপগুলির দ্বারা সমগ্র ত্রিভুবনকে দাবী করার জন্য তিনি বিরাটরূপ ধারণ করেন। শ্রীকৃষ্ণ সমান কঠিন কর্মও বৃন্দাবনে গোপবালকরূপে সমাধা করেছেন। যেগুলি স্বতন্ত্ররূপে অপূর্ব লীলা।

> শ্রীকৃষ্ণই সর্ব কারণের কারণ। তিনিই কারণ এবং ফলের স্রষ্টা এবং তিনি পরম নিয়ন্ত্রক। তাঁর পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। সেইহেতু এমনকি অঘাসুরের মতো এক জীবাত্মাকে সারূপ্য-মুক্তি প্রাপ্তির যোগ্যতাদানও শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে বিস্ময়কর নয়।

যখন আমরা শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্যের কথা চিন্তন করি সেখানে আমরা আপাত বৈপরীত্য দেখি। তিনি প্রভু, তথাপি তিনি তাঁর ভক্তদের অধীন। তিনি অচিন্তনীয়, তথাপি তিনি আমাদের তাঁকে জানার অনুমোদন করেন। শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে মহান ভক্ত উদ্ধব তাঁর বিহ্বলতা প্রকাশ করছেন শ্রীকৃষ্ণ অজ তথাপি তিনি আপাত দৃষ্টিতে জন্মগ্রহণ করেছেন, শ্রীকৃষ্ণ অভয় তথাপি তিনি কংসের ভয়ে বৃন্দাবন ত্যাগ করে গেছেন। এই বৈপরীত্য বিহ্বলকর এবং এহেন লীলাময় কৃষ্ণের সাথে উদ্ধবের বিরহও তাকে বিহ্বল করে এবং অবশ্যই অভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর আপাত বৈপরীত্যের সাথে গ্রহণ করতে না পেরে হতবুদ্ধি হয়ে যায়। তাদের পার্থিব নীতিবোধ কখনোই শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য ঐশ্বর্যকে উপলব্ধি করতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের সর্বাকর্ষক গুণ ঃ

শ্রীকৃষ্ণ বিস্ময়কর, অত্যাশ্চর্য, অচিন্তনীয়। কিন্তু আমরা তাঁর সকল গুণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা রহস্যময় অচিন্তনীয়

গুণটির উল্লেখ করিনি; তাঁর ভালোবাসা প্রকাশের ক্ষমতা। তিনি শক্তিমান, তিনি জ্ঞানী, তিনি কঠিন এবং যশস্বী, কিন্তু সকল জীবাত্মার প্রতি তাঁর ভালোবাসা এবং বৈচিত্রময় তাঁর ভালোবাসার প্রকাশই তাঁর সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় গুণ। তার থেকেও অধিক আকর্ষণীয় তাঁর ভক্তদের প্রতি বিশেষ প্রেম। সেইহেতু এক ভক্ত যখন তার জীবনের প্রভুরূপে শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করেন, তিনি কখনো শ্রীকৃষ্ণের মহিমাময় প্রেমকে বিস্মৃত হন না।

আমি সম্প্রতি যন্ত্রণা সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের একটি প্রবচন শুনেছিলাম। এক ভক্ত প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেন যে ভক্ত হওয়া সত্ত্বেও আমরা যন্ত্রণা পাচ্ছি কেন। প্রভুপাদ একটি বলিষ্ঠ উত্তর দেন। তিনি বলেন যে আমরা কেন যন্ত্রণা ভোগ করছি তা জিজ্ঞাসা করার অধিকার আমাদের নেই। আমাদের কখনোই মনে করা উচিত নয় যে যদি আমরা যন্ত্রণা না পাই তাহলে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে আরও বেশী ভালোবাসব। শ্রীকৃষ্ণ আমাদের ব্যাখ্যা দেবেন না যে কেন আমরা যন্ত্রণা ভোগ করছি। একজন ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্নাতীতভাবে প্রভুরূপে দেখেন। ভক্তভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রার্থনা করছেন। 'তুমি আমাকে মর্মাহতই কর অথবা আলিঙ্গনে পিষ্টই কর, জন্ম জন্ম ধরে সদা তুমিই আমার আরাধ্য প্রভু,' একজন ভক্ত তার প্রতি শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে কখনো সন্দেহ প্রকাশ করেন না।

আমি এক সাধারণ ক্যাথলিক পরিবারে বড় হয়েছি। আমরা কখনো ভগবানের অস্তিত্ব অথবা বিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করিনি, কখনো সন্দেহ প্রকাশ করিনি। মহাবিদ্যালয়ের বৃহৎজগতে পদার্পন করতেই সন্দেহগুলির প্রকাশ ঘটল, আমার কাছে কোন উত্তর ছিল না। আমার মনে পড়ে একজন শিক্ষক বলেছিলেন, 'ভগবান যদি আছে তা হলে পৃথিবীতে এত যন্ত্রণা কেন?' এটি একটি উচ্চাঙ্গের পারমার্থিক ধাঁধাঁ; ভগবান মঙ্গলময় এবং সর্বশক্তিমান হওয়া সত্ত্বেও আমরা এত যন্ত্রণাভোগ কেন করি? তাঁর সকল সৃষ্টিই যদি যন্ত্রণা ভোগ করে তাহলে তিনি প্রেমময় হন কিভাবে?

এই আপাত বৈপরীত্যগুলি দ্বারা একজন ভক্ত কখনো বিভ্রান্ত হন না এবং কৃষ্ণপ্রেম ভিন্ন স্বল্প কোন কিছুর জন্য কৃষ্ণের সাথে দরাদরিতে স্বীকৃত হন না। যখন আমরা স্বীকার করি যে শ্রীকৃষ্ণ অনেক দূরে আছেন, তখনও আমরা তাঁর নৈকট্য অনুভব করি, এবং তাঁকে ডাকতে পারার আমাদের ক্ষমতা যেন আপন অভিলাষ পূরণের জন্য একজন শিশুর পিতার নিকটে যাওয়ার মতো। কৃষ্ণভাবনামৃতে উচ্চস্তরের ভক্তগণ খুব সুন্দরভাবে স্বীয় অভিলাষ ব্যক্ত করেন, কিন্তু তাদের সকল অভিলাষই শ্রীকৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্য। ভক্তগণ বিভিন্ন ভাবও প্রকাশ করে কিছু শরণাগতির এবং কিছু বিপরীত। শ্রীকৃষ্ণ এ সবই উপভোগ করেন। আমরা এই সকল অভিব্যক্তি অনুকরণ করতে পারি না এবং যদি আমরা প্রয়াস করি, আমরা হয়ত আমাদের পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ব্যতীত অন্য কিছু প্রার্থনা করে বসবো। পরম দয়ালু পিতা শ্রীকৃষ্ণ আমাদের সেই খেলনাটি প্রদান করবেন। পরিশেষে আমরা দেখব যে আমরা শ্রীকৃষ্ণকে বলছি 'যা আমরা পেয়েছি তা চাই না' এবং শ্রীকৃষ্ণ বলবেন 'তুমি তো এটাই চেয়েছে। অতএব এটা না ভাঙ্গা পর্যন্ত খেলা কর'। কি দুঃখের বিষয় যে আমরা এই সকল বস্তুর জন্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে যাই। কত দুঃখের কথা যে তিনি আমাদের যা দিয়েছেন তার ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া হয়ত হাজার হাজার বছর কেটে যাবে।

গোপীদের উদাহরণ ঃ

শ্রীকৃষ্ণ যখন দেখেন একজন শুদ্ধ ভক্ত শুধুই তার ভাবনায় রত তখন তিনি কত আনন্দিত হন। শ্রীল প্রভুপাদ যখন শ্রবণ করতেন যে গোপীগণ, শ্রীকৃষ্ণের গোপবালিকা সখীগণ কখনো কৃষ্ণের কাছে কিছু চাননি তখন কত উৎফুল্ল হতেন। প্রভুপাদ তাঁদের আচরণকে প্রকৃত ভক্তির উদাহরণ বলেছেন। সাধারণত দাম্পত্য সম্পর্কে পুরুষ এবং নারী একে অপরের কাছে কিছু চান। নারীরা সাধারণত সুরক্ষা চান, এবং দ্বারকার এমনকি শ্রীকৃষ্ণের মহিষীগণও তাই পেয়েছেন। কিন্তু গোপীগণ কিছু পাননি। তাঁরা কিছু চাননি। তাঁরা আপন পরিবার এবং মর্যাদা হারাবার ঝুঁকি নিয়ে মধ্যরাত্রিতেও বনে গেছেন এবং শ্রীকৃষ্ণ তাদের কোন জামিন বা ক্ষতিপূরণ কিছুই দেননি। সেইজন্য তাঁদের উচ্চতম ভক্তের স্বীকৃতি দেওয়া হয়; তাঁরা শুধু শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দ দিতে চেয়েছেন, অপূর্ব লীলাময় শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণ গিরি গোবর্ধন উত্তোলন করার পর গোপগণ বিস্মিত হয়েছিলেন। কে এই বিস্ময় বালক? নন্দ মহারাজ শ্রীকৃষ্ণের নামকরণের সময় পুরোহিত গর্গমুনি কি বলেছিলেন তার পুনরাবৃত্তি করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ সম, 'নারায়ণ অর্থাৎ ভগবানের সমান' গর্গমুনি বলেছিলেন। যদিও গোপগণ উপলব্ধি করেছিলেন, তারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি পিতৃবৎ স্নেহ পরিত্যাগ করেননি। বরং তারা বলেছিলেন, 'আমরা যেন সর্বদা অপূর্ব লীলাময় কৃষ্ণের সুরক্ষায় সর্বদা বাস করি।'

আপনাদের প্রশ্ন ও আমাদের উত্তর

প্রশ্ন১। 'আমি ধর্ম টর্ম মানি না, আমাকে কর্ম করে পেট চালাতে হবে, সেইটুকু সার জানি।' একথার কি উত্তর ?

—**শঙ্করনাথ রায়**, বর্ধমান

উত্তর ঃ ধর্মহীন কর্ম এবং টর্মহীন পেট দুটোই অসার ও বিপজ্জনক। ধর্ম বলতে যথার্থ নিয়ম নীতি, টর্ম (term) বলতে কালের সীমাবদ্ধতা, কর্ম বলতে কাজ, এবং পেট চালানো বলতে উদর ভরণ বোঝায়।

পেট চালাতে কর্ম করতে হবে। এটা কর্মীর ধর্ম। যদি নিয়ম নীতি অগ্রাহ্য করেন, যদি জীবনে কর্ম করার ক্যাপাসিটি না মানেন, কেবল প্রচুর কর্মই করেন, তাহলে মাথা হেঁট হবে, মনে শান্তি পাবেন না, পেটসহ দেহের সব পার্ট চলতে না চলতে হার্ট ফেল হতে পারে। মনুষ্য জীবনে পরমার্থ সাধন এবং উদর ভরণের জন্য কিছু কর্ম অর্থাৎ ধর্ম ও টর্ম দুটোই মানতে হবে। ধর্মহীন, টর্মহীন, শান্তিহীন, স্বস্তিহীন হয়ে কেবল পেটের জন্য জীবন যাপন করার নিশানা অসার বিড়ম্বনা বলেই জানবেন। জগতের পশু পাখী কীট পতঙ্গেরাও প্রকৃতির নিয়ম বিরুদ্ধ হয়ে চলে না।

প্রশ্ন২। সমাজে দুষ্ট ব্যক্তির বাহ্য লক্ষণ কিরকম ? —**প্রদীপ দলুই**, নদীয়া

উত্তর ঃ দেবরাজ ইন্দ্রকে গুরু বৃহস্পতি বলেছিলেন, কিছু লক্ষণ দেখেই দুষ্ট ব্যক্তিকে বুঝতে পারবে।

(১) পরদোষ কীর্তনে উন্মুখ। সে পরের কোনও রকমে সত্য হোক কিংবা একেবারে মিথ্যা হোক—একটা দোষ আবিষ্কার করবে আর অন্যদেরকে সেই দোষ ফলাও করে শোনাতে থাকবে।

(২) পরগুণ শুনে মৌন থাকে। কোথাও কেউ যদি অন্যের গুণ কীর্তন করে, তবে সেই কথা শুনে সে মৌন অবলম্বন করে থাকে।

(৩) কারও সদ্‌গুণ যদি তার নজরে পড়ে তবে সে ঈর্ষা করে।

(৪) তার প্রায় ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলা, ঠোঁট কামড়ানো, মাথা কাঁপানো প্রভৃতি বিকারগুলি লক্ষ্যিত হয়।

(৫) সর্বদা লোক সংসর্গে অবস্থান করে। ভালোমন্দ, হাবিজাবি, উল্টাপাল্টা, আজগুবি নানাবিধ সংবাদ সংগ্রহ করার তাগিদে সে সর্বদা লোক সঙ্গে থাকে। একাকী থাকতে পছন্দ করে না।

(৬) জন সমাজে অসংলগ্ন বাক্য প্রয়োগ করে। সে এমনভাবে কথা বলতে শুরু করবে যা অসংগত, প্রসঙ্গ বহির্ভূত, পূর্বাপর বিরুদ্ধ, যুক্তিহীন, অন্যকে শুধু শুধু ঠোক্কর দেওয়ার তাগিদে।

(৭) পরোক্ষ কোনও বিষয়ে অঙ্গীকার প্রতিপালন করে, কিন্তু সাক্ষাতে সেই বিষয়ে কোনও কথা উল্লেখ করে না।

(৮) পৃথক পৃথক এসে আহার করে। আহারের পর 'আজ কোনও খাবার ভালো হয়নি' বলে দোষারোপ করে।

(৯) 'খাবার ভালো হয়নি' কিংবা তাকে বিশেষভাবে খাতির যত্ন করা হয়নি, সেই জন্যে কোথাও যেতে, বসতে, শুতে—সব কাজেই তার মধ্যে খুঁতখুঁতে ভাব দেখা যায়।

(১০) কারও সুখ দেখে সে হিংসা করে। কারও দুঃখ দেখে সে হাসে। (মহাভারত, শান্তি পর্ব ১০৩ অধ্যায়)

প্রশ্ন৩। 'খ' অক্ষরে দুটি ছেলে ও দুটি মেয়ের নামকরণ কি হতে পারে ?

উত্তর ঃ 'খট্বাঙ্গ' নামে সগর বংশীয় এক রাজাকে তাঁর ইচ্ছা মতো দেবতারা প্রীতি ভরে কিছু দিতে চাইলেন। কিন্তু মাত্র এক মুহূর্ত আয়ুষ্কাল আছে জানতে পেরে তক্ষুনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়ে তিনি ভগবৎধামে চলে যান। 'খাণ্ডিক্য' নামে জনক বংশীয় রাজা মিতধ্বজের পুত্র শ্রীভগবানের নাম আলোচনা করতে করতে দিব্য জ্ঞান প্রাপ্ত হন।

'খঞ্জনাক্ষী'—শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম নিত্য প্রেয়সী। 'খেলাবতী'—চন্দ্রাবলীর সখী শৈব্যার যুথে এক সখী।

প্রশ্নোত্তরে - **সনাতন গোপাল দাস ব্রহ্মচারী**

ভগবানের নিকট সমস্ত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা

পুরুষোত্তম নিতাই দাস

আপনি ও আমি এই জীবনে এবং পূর্ববর্তী জীবনগুলিতে বহু পাপ করেছি। সেই সমস্ত পাপের কারণে আমরা জগতে দুর্দশা ভোগ করি। আমরা আমাদের দুর্দশা ভোগের জন্য মানুষকে, অবস্থাকে বা পরিস্থিতিকে দোষারোপ করলেও বৈদিক শাস্ত্র বলে যে, আমরা আমাদের কর্মের কারণে দুর্দশা ভোগ করি। পূর্বে আমরা যা করেছি আজ তার ফল ভোগ করছি।

যখন একজন ফাঁসুড়ে কোন কয়েদীকে ফাঁসি দেয় তখন সে হত্যার অপরাধ করছে না। সে শুধুমাত্র সরকারের প্রতিনিধি রূপে রাজ্যের আদেশ পালন করছে। সে তার কর্তব্য সম্পাদন করছে। যদি সে প্রত্যাখ্যান করে তাহলে অন্য কেউ সেটি করবে।

আমরা নিজ পাপ কর্মের জন্য কষ্ট ভোগ করি ঃ

অনুরূপ ভাবে যদি কোন ব্যক্তি আজ আমাদের কোন যন্ত্রণা দেয় তখন সেই ব্যক্তি কিন্তু আমাদের যন্ত্রণার কারণ হন না। আমরা অতীতে যে পাপ কর্ম করেছি তার জন্য আমরা দণ্ড প্রাপ্ত হই। আজ আমাদেরকে যন্ত্রণা দেবার জন্য কাউকে প্রস্তুত করা হয়। যদি আমরা যে ব্যক্তি দুঃখ দিচ্ছে তার কাছ থেকে পলায়ন করি তাহলে অন্য কোথাও অপর ব্যক্তিকে প্রস্তুত করা হবে আমাদেরকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য।

আমরা পূর্বে হয়তো কারো আবেগে আঘাত দিয়েছি তাই তারা কেউ আমাদের আবেগে আঘাত দিচ্ছে।

আমরা পূর্বে হয়তো কাউকে প্রতারিত করেছি তাই আজ আমরা প্রতারিত হচ্ছি।

আমরা পূর্বে হয়তো কারোর সাথে কটু, কঠোর এবং অমানবিক আচরণ করেছি আর আজ তার ফল ভোগ করছি।

আমরা পূর্বে হয়তো কাউকে যন্ত্রণা দিয়েছি তাই আজ অন্যেরা আমাদের যন্ত্রণা দিচ্ছে।

আমরা হয়তো পূর্বে কাউকে গ্রাহ্য করিনি তাই তারা আজ আমাদের গ্রাহ্য করে না।

আমরা পূর্বে হয়তো সম্পদ অপচয় করেছি তাই আজ

আমরা গরীব।

যতক্ষণ পর্যন্ত না আমাদের যন্ত্রণার জমা রাশি পূর্ণরূপে ব্যয়িত হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের যন্ত্রণা ভোগ করে যেতেই হবে। সুতরাং আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য অপরকে দোষারোপ করা বন্ধ করতে হবে। আমাদেরকে আমাদের দুর্দশার জন্য ভগবানকে দোষারোপ করাও বন্ধ করতে হবে। এর পরিবর্তে আমাদের ভাবতে হবে যে আমরা কি রূপে আমাদের পূর্বকৃত পাপ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারি যা আমাদের দুর্দশার কারণ।

আমরা নিজের দ্বারা নিজের পাপ থেকে মুক্ত হতে পারি না। একজন মৃত্যু দণ্ড প্রাপ্ত আসামী জেল থেকে পালিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করতে পারে না। তার একমাত্র আশা হলো সুপ্রিম কোর্ট অথবা সরকার থেকে ক্ষমা প্রাপ্তি। একজন আসামী তার অপরাধের জন্য সর্বোচ্চ আদালত থেকে দণ্ডাজ্ঞা পাবার পর সে কখনোই বলতে পারে না যে সে নিরপরাধ। সে তার দোষ স্বীকার করে এবং মানবিকতার পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষমা ভিক্ষা করে। তার ক্ষমা যাচনাটি গ্রাহ্যও হতে পারে বা প্রত্যাখ্যাতও হতে পারে। কিন্তু এটিই তার একমাত্র আশা।

ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ঃ

অনুরূপভাবে, আমাদের পরমপুরুষোত্তম ভগবানের নিকট ক্ষমা যাচনা নিবেদন করা উচিত। আমাদের বিগত সমস্ত জীবনের অর্জিত পাপ সমূহের জন্য তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী অথবা সর্বোচ্চ আদালতের বিচারপতি আবেদন মঞ্জুর অথবা প্রত্যাখ্যান করতে পারেন। কিন্তু এই নিখিল বিশ্বের অধিপতি আমাদের পরম পিতা কখনো আমাদের প্রত্যাখ্যান করবেন না। যদি আমাদের প্রার্থনা ঐকান্তিক হয় এবং আমরা আমাদের পূর্বকৃত অপরাধের জন্য যদি প্রকৃতপক্ষে অনুশোচনা জ্ঞাপন করি তাহলে তিনি আমাদের ক্ষমা করবেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি আমাদের সমস্ত অপরাধ ভুলে গিয়ে আমাদের সাদরে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন।

আমাদের ভগবানের নিকট প্রার্থনা করা উচিত। "হে ভগবান! আপনি অগ্নিসম তেজস্বী, সর্ব শক্তিমান, এখন আপনাকে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করি। হে পরম করুণাময়, আপনি আমাকে যথাযথভাবে চালিত করুন, যাতে পরিণামে আমি আপনাকেই প্রাপ্ত হই। আপনি আমার অতীত কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত তাই কৃপা করে পরমার্থ লাভের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ পূর্বপাপকর্মের ফল থেকে আমাকে মুক্ত করুন।" শ্রীঈশোপনিষদ মন্ত্র ১৮।

সুতরাং, যন্ত্রণা যখন আসে তখন কাউকে দোষারোপ করার পরিবর্তে আমাদের নিজেকে দোষারোপ করা উচিত। আমাদের শান্তভাবে গ্রহণ করা উচিত যে আমরা ভুলে ভয়ানক কিছু করেছি আর আজ তাই কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে পতিত হয়েছি।

অনেক সময় আমরা আমাদের অজ্ঞতার কারণে পাপ করে বসি। কিন্তু সেটি কোন অজুহাত হতে পারবে না। প্রকৃতির আইন অতি কঠোর। আমরা সজ্ঞানে বা অজ্ঞানে যাই করি না কেন তার খেসারত আমাদের দিতেই হবে। যদি কোন শিশু আগুনের মধ্যে তার আঙুল দেয়, আগুন তার আঙুল পোড়াবেই। আগুন কখনোই চিন্তা করবে না যে যেহেতু সে শিশু তাই তার আঙুল দগ্ধ করা উচিত নয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম জপ সমস্ত পাপ ভস্মীভূত করে ঃ

সুতরাং এটি হচ্ছে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ যে ভগবান প্রদত্ত আইন অনুযায়ী আমাদের জীবন যাপন করা উচিত। আমাদের এই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে কোন্‌টি সদাচার আর কোন্‌টি কদাচার। কোন্‌টি পাপ এবং কোন্‌টি পাপ নয়। আমরা এই সমস্ত তত্ত্ব বৈদিক শাস্ত্র থেকে জানতে পারি। আমরা আরও জানতে পারি কিরূপে ভগবত কেন্দ্রিক জীবন যাপন করা যায় যা আমাদেরকে চরম দুর্দশা থেকে রক্ষা করবে। ভগবদ্‌গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত হলো সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বৈদিক শাস্ত্র যা আমাদের কলুষমুক্ত সুখী জীবনের মার্গ দর্শন করায়।

শ্রীল প্রভুপাদ আমাদের জন্য বিষয়টিকে আরও সহজ করে দিয়েছেন। তিনি আমাদের বলেছেন চারটি বিধিবদ্ধ নিয়ম পালন করতে, যথা আমিষ আহার বর্জন, জুয়া খেলা বর্জন, নেশা বর্জন এবং অবৈধ সঙ্গ বর্জন এবং তার সঙ্গে আমাদের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা উচিত। আমরা যদি এই নির্দেশ মেনে চলি তাহলে পাপ আমাদের কোন মতেই স্পর্শ করতে পারবে না। তাহলে পূর্বকৃত পাপের কি হবে? ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম জপ এতই শক্তিশালী যে তা পূর্বকৃত সমস্ত পাপকে ভস্মীভূত করে দেয়। ''যেমন আগুন শুষ্ক তৃণকে চাইয়ে পরিণত করে তেমনই ভগবানের দিব্য নাম যদি কেউ জপ করে তা নিশ্চিত রূপে তার সমস্ত পাপ কর্মের ফলকে ভস্মীভূত করে দেয়।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম জপ এতই শক্তিশালী যে তা পূর্বকৃত সমস্ত পাপকে ভস্মীভূত করে দেয়। ''যেমন আগুন শুষ্ক তৃণকে ছাইয়ে পরিণত করে তেমনই ভগবানের দিব্য নাম যদি কেউ জপ করে তা নিশ্চিত রূপে তার সমস্ত পাপ কর্মের ফলকে ভস্মীভূত করে দেয়।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর শ্রীশিক্ষাষ্টকমের প্রার্থনায় বলেছেন যে, জপ আমাদের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত করে এবং বারংবার জন্ম-মৃত্যুর মহাদাবাগ্নি নির্বাপিত করে।

পরমপুরুষোত্তম ভগবান শরণাগত জীবাত্মাদের সমস্ত পাপ থেকে রক্ষা করেন ঃ

সুতরাং পবিত্র জীবন যাপন এবং ভগবানের শরণাগতিই হলো দুর্দশা থেকে মুক্তি লাভের সর্বোত্তম পন্থা। আমাদের সজ্ঞানে এবং অজ্ঞানে পূর্বকৃত সমস্ত পাপ কর্মের জন্য ভগবানের নিকট পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত। আমাদের শপথ গ্রহণ করা উচিত যে আর কোন পাপ কর্ম করবো না। আমাদের ভগবানের নিকট আরও প্রার্থনা করা উচিত যে, হে ভগবান! আপনি কৃপা করে সহায়তা প্রদান করুন যাতে আমরা পাপকর্মে লিপ্ত না হয়ে সদাচারীর জীবন যাপন করতে পারি। একবার যদি আমরা তাঁর শরণাগত হই তাহলে তিনি আমাদের পূর্বকৃত সমস্ত পাপকর্মের ফল স্বরূপ দুর্দশা থেকে মুক্ত করেন এবং সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন যাতে আমরা পুনরায় পাপকর্ম থেকে বিরত থাকতে দৃঢ়বদ্ধ হই।

শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন, ''মানুষ মাত্রই ভুল করে। বদ্ধজীব মাত্রই প্রায়শ ভুল করে এবং এই প্রকার অজ্ঞাত পাপের একমাত্র প্রতিকার হচ্ছে ভগবৎ চরণে আত্মনিবেদন করা যাতে তিনি পথ-নির্দেশ প্রদান করেন। সম্পূর্ণ শরণাগত আত্মার দায়িত্ব ভগবান স্বয়ং গ্রহণ করেন এভাবেই শুধু ভগবানের প্রতি আত্মনিবেদন ও তাঁর নির্দেশ অনুসারে কর্ম অনুষ্ঠান দ্বারা সকল সমস্যারই সমাধান হয়।'' শ্রীঈশোপনিষদ মন্ত্র-১৮ তাৎপর্য।

আম আনারস চাটনী

উপকরণ ঃ আম ১টি। আনারস ১টি। শুকনো লংকা ২টি। গোটা কালো সরষে ১চিমটি। নুন পরিমাণ মতো। চিনি ২০০ গ্রাম। আদার রস ১ টেবিল-চামচ। পাতিলেবু ১টি। চেরী ৮টি। কাজু ও কিশমিশ অল্প। এ্যারারুট বিস্কুট গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ। তেল ১ টেবিল চামচ। ভাজা মশলা গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ। গোটা জিরা, শুকনো লংকা তেজপাতা, অল্প পাঁচফোড়ন খোলায় ভেজে গুঁড়ো করে নিলেই তাকে ভাজা মশলা গুঁড়ো বলা হয়।

প্রস্তুত পদ্ধতি ঃ প্রথমে আনারসের উপরের খোসা ও চোখ এবং ভেতরের শিরা ফেলে দিয়ে টুকরো টুকরো করে মিক্সিতে বেটে নিন।

আম খোসা ও আঁটি বাদ দিয়ে টুকরো টুকরো করে ধুয়ে সেদ্ধ করে নিন।

এরপর কড়াই উনুনে বসিয়ে দিন। গরম হলে তাতে তেল দিন। শুকনো লংকা ও সরষে ফোড়ন দিন। তাতে বাটা আনারস দিয়ে নাড়তে থাকুন। পাঁচ মিনিট পরে সেদ্ধ আম দিন। চেরি, নুন, কাজু, কিসমিস দিয়ে নাড়িয়ে দিন। পাঁচ মিনিট ঢাকনা চাপা দিন। আঁচ হালকা থাকবে।

ঢাকনা খুলে চিনি দিয়ে নাড়িয়ে দিন। আদার রস, পাতিলেবুর রস, ভাজা মশলার গুঁড়ো দিয়ে নাড়িয়ে কড়াই নামিয়ে নিয়ে দুই মিনিট ঢেকে রাখুন। গরম অন্নের সাথে এই চাটনী শ্রীশ্রীরাধামাধবকে ভোগ নিবেদন করুন।

—রত্নাবলী গোপিকা দেবী দাসী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রাথমিক আলোচনা

অর্জুনের ষষ্ঠ প্রশ্ন

কমলাপতি দাস ব্রহ্মচারী

হরে কৃষ্ণ, অর্জুনের ষষ্ঠ প্রশ্ন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৪ নং শ্লোক—

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুস্করম্।।

অর্জুন বললেন—হে শ্রীকৃষ্ণ ! মন অত্যন্ত চঞ্চল, শরীর ও ইন্দ্রিয় আদির বিক্ষেপ উৎপাদক, দুর্দমনীয় এবং অত্যন্ত বলবান, তাই তাকে নিগ্রহ করা বায়ুকে বশীভূত করার থেকেও অধিকতর কঠিন বলে আমি মনে করি।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ অর্জুন এই রকম প্রশ্ন করছেন—যিনি গুরুদেবের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ছিলেন। একবার গুরুদেব দ্রোণাচার্য অস্ত্র শিক্ষা প্রদান করার সময় কয়েক মাস অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরীক্ষা করার জন্য একটি কাঠের সুন্দর পক্ষী তৈরী করে গাছের উপরে রেখে এলেন—তখন পক্ষীর চোখে লক্ষ্যভেদ করার জন্য একে একে সকলকে ডাকলেন—সকলকে জিজ্ঞাসা করছেন গুরুদেব দ্রোণাচার্য—তোমরা কি দেখছো? সকলেই বলতে লাগলো আকাশ দেখছি, গাছ দেখছি, পাখীটিকে দেখছি—কিন্তু কেউ লক্ষ্যভেদ করতে পারলেন না। কিন্তু গুরুদেব দ্রোণাচার্য যখন অর্জুনকে বললেন—তখন অর্জুন মন স্থির করে একমাত্র পক্ষীটির চোখ দেখছিলেন। গুরুদেবের জিজ্ঞাসায় অর্জুন বললেন গুরুদেব পক্ষীটির চক্ষু ছাড়া আমি আর কিছু দেখছি না—তখন পক্ষীটির চক্ষুতে তীরবিদ্ধ করলেন। দেখুন এই অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন আমার মন খুব চঞ্চল। আর একটি ঘটনা আছে মহাভারতে—যখন দ্রুপদ মহারাজ তাঁর কন্যার বিবাহের জন্য স্বয়ম্বর সভার আয়োজন করেছিলেন তখন এই অর্জুন নীচে তেলের রাখা পাত্রে উপরে চক্র আকারে ঘুর্ণমান মাছের প্রতিবিম্ব দেখে মনস্থির করে এক দৃষ্টিতে মাছের চোখে লক্ষ্যভেদ করেছিলেন—সেই অর্জুন প্রশ্ন করছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যে, আমার মন খুব চঞ্চল। এখন আমাদের মনে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগবে কেন অর্জুন এই রকম প্রশ্ন করলেন? এর উত্তর হচ্ছে আমাদের মতো বদ্ধ জীবদের পারমার্থিক মঙ্গলের জন্য। অনেক মানুষ আছেন যারা ভক্তিযোগ বাদ দিয়ে অষ্টাঙ্গ যোগের মাধ্যমে

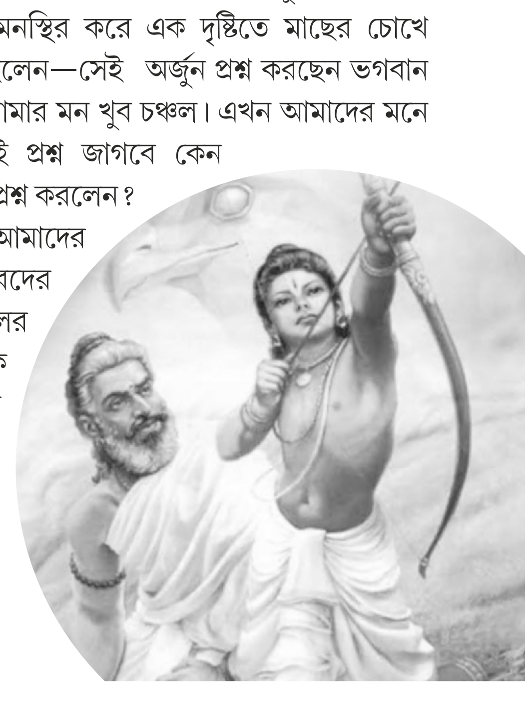

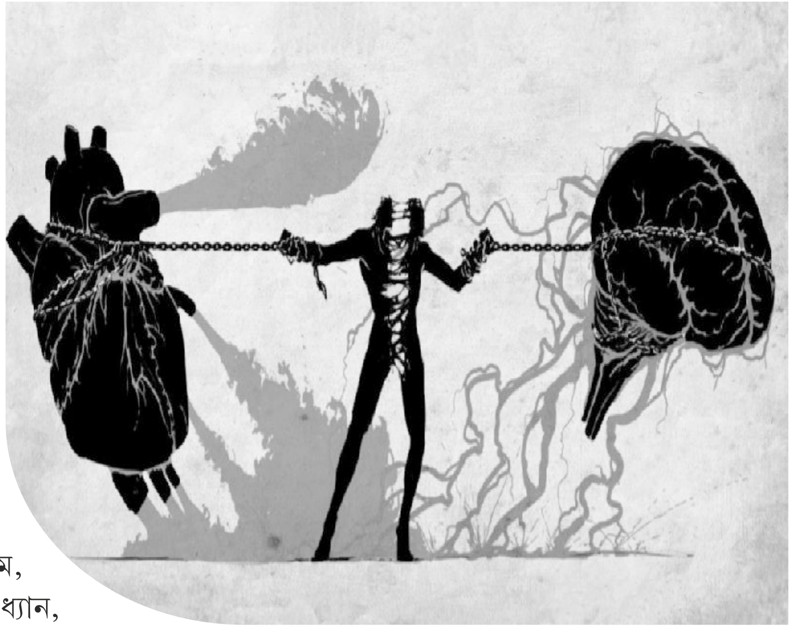

ভগবানকে লাভ করতে চান। তাই ভগবান ব্যাখ্যা করেছেন পঞ্চম অধ্যায়ে একজন নিস্কাম কর্মযোগী তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করে, ভগবানের চিন্তায় মগ্ন থেকে বা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে ব্রহ্মনির্বাণ লাভ করতে পারেন। সেই রকম একজন যোগীও তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে দমন করে অষ্টাঙ্গযোগ অনুশীলনের মাধ্যমে ধাপে ধাপে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে সেই একই গতি লাভ করতে পারেন। সেই পন্থাই ষষ্ঠ অধ্যায়ে বর্ণনা করবেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

অষ্টাঙ্গযোগের আট স্তর (১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, (৪) প্রাণায়াম, (৫) প্রত্যাহার, (৬) ধারণা, (৭) ধ্যান, (৮) সমাধি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বোঝাতে চাইলেন তুমি অষ্টাঙ্গ যোগের পন্থায় নবীন। কারণ তোমার আত্মীয় স্বজনদের প্রতি এখনও আসক্তি দূর হয়নি, তুমি যোগারূঢ় স্তরে উন্নত হবে কি করে। তাই ভগবান যোগারূঢ় স্তরে উন্নত হওয়ার গুণাবলী বর্ণনা করলেন। বিশেষ করে মন আমাদের অবস্থা ভেদে বন্ধু বা শত্রু হয় সেই কথাও ভগবান খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিলেন গীতা ৬/৫। এই শ্লোকের তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, 'মনকে এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত যাতে সে আর মায়ার মিথ্যা চমকের প্রতি আকৃষ্ট না হয়।' কিন্তু কিভাবে মিথ্যা মায়ার চমকের প্রতি আকৃষ্ট হয় তার একটা হাসির কাহিনী আছে—আমাদের এক মহারাজ বলছিলেন এক সময়, কাহিনীটি হলো এই রকম, এক সুন্দরী রমনী এক চাষাকে গিয়ে বললো—আমি তোমাকে বিবাহ করতে চাই। এই কথা শুনে চাষার তো আনন্দ ধরে না, সঙ্গে সঙ্গে বললো, চল! যাই ব্রাহ্মণের কাছে—সুন্দর সাজে সজ্জিত হয়ে ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে বললো ব্রাহ্মণ মহাশয় যা বিয়ের টাকা লাগবে আমি দিয়ে দেবো এই সুন্দরী রমনীর সাথে আমার বিয়েটা করিয়ে দিন। ব্রাহ্মণ দেখেই তো অবাক, ব্রাহ্মণ বললেন, হে চাষা তুমি খাওয়াবে কি! এই মেয়েকে বিয়ে করার উপযুক্ত পাত্র আমি—তখন ঝগড়া শুরু হলো সঠিক বিচারের জন্য রাজার কাছে উপস্থিত হলো। রাজা সব কথা শুনে বললো—এর উপযুক্ত পাত্র একমাত্র রাজা। তখন সুন্দরী রমনী বললো—ঠিক আছে, আমাকে যে দৌড়ে গিয়ে আমার হাত ধরতে পারবে—তাকে আমি বিয়ে করবো। দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হলো—প্রথমেই দৌড়াতে দৌড়াতে পড়ে মারা গেল চাষা। তারপর ব্রাহ্মণ। অবশেষে রাজা থাকলেন। তাই রাজা বললেন—হে সুন্দরী, এখন আমাকে বিয়ে কর। তখন সুন্দরী তার আসল পরিচয় দিল, হে রাজন্! আমি হচ্ছি এই দুনিয়ার মায়ার চাকচিক্য চমকপ্রদ রূপ। আমার প্রতি যদি কেউ মনের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ছুটবে তাকে অবশেষে মৃত্যুবরণ করতে হবে।

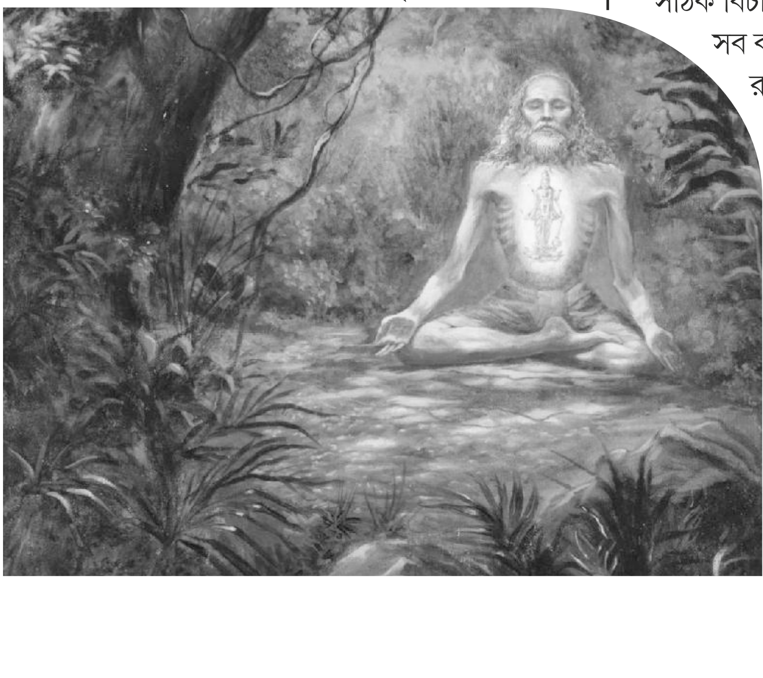

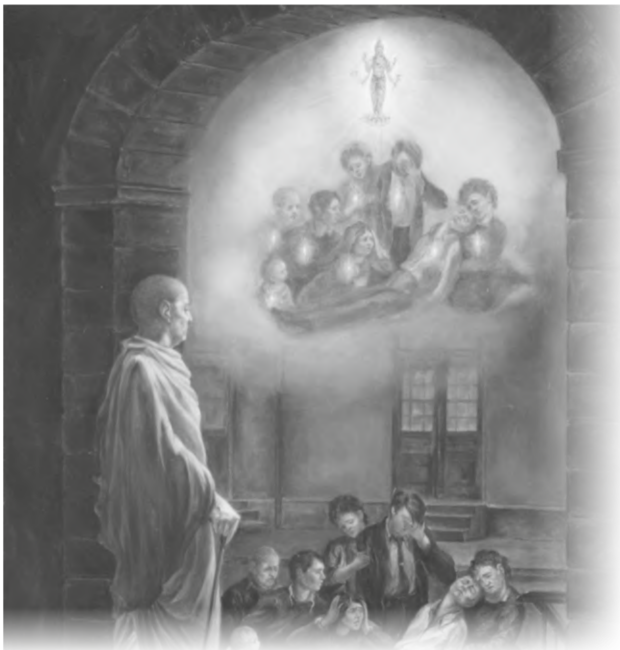

তাই ভগবান বলেছেন কখনও মনের দ্বারা আত্মাকে অধঃপতিত করা উচিত নয়। তাই যিনি মনকে জয় করেছেন, তাঁর মন তাঁর পরম বন্ধু, কিন্তু যিনি তা করেননি তাঁর মনই তাঁর পরম শত্রু। তারপর ভগবান যোগারূঢ় ব্যক্তির গুণাবলী উল্লেখ করলেন, যোগারূঢ় ব্যক্তি সর্বদা পরব্রহ্মে সম্পর্ক যুক্ত হয়ে তাঁর দেহ মন ও নিজেকে নিয়োজিত করবেন এবং একাকী নির্জন স্থানে কুশাসনের উপর মৃগচর্মের আসনে উপবিষ্ট হয়ে চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে চিত্তশুদ্ধির জন্য মনকে একাগ্র করে যোগ অভ্যাস করবেন। সেই সময় শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে সমানভাবে রেখে অন্য দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ না করে নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে আমাকে (ভগবানকে) জীবনের চরম লক্ষ্য রূপে স্থির করে হৃদয়ে আমার ধ্যানপূর্বক যোগ অভ্যাস করবেন। এই ভাবে দেহ, মন ও কার্যকলাপ সংযত করার অভ্যাসের ফলে যোগী জড়জগতের বন্ধন মুক্ত হয় এবং আমার চিন্ময় ধাম প্রাপ্ত হয়।

তারপর ভগবান অর্জুনকে যোগী হতে পারবে না, তার বাহ্যিক গুণাবলী বর্ণনা করলেন ১৬ ও ১৭ নং শ্লোকে এবং ২৪নং শ্লোকে যোগীর যোগ সাধন করার জন্য সংকল্প গ্রহণ করা কত গুরুত্বপূর্ণ তা তিনি উল্লেখ করেছেন। ২৫—২৭ নং শ্লোক পর্যন্ত প্রত্যাহার সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন যোগী কিভাবে চঞ্চল ও অস্থির মনকে ধৈর্যের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে বিষয় থেকে নিবৃত্ত করে পরম সুখে বাস করেন সেই কথা উল্লেখ করেছেন। ২৮—২৯ নং শ্লোক পর্যন্ত যোগী কিভাবে প্রতিটি জীবই তাদের কর্মফল অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেহ লাভ করলেও সর্ব অবস্থাতেই তারা ভগবানের নিত্য দাস উপলব্ধি করে তাঁদের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে ভগবানকে দর্শন করেন। ৩০নং শ্লোকে ভগবান আরও স্পষ্ট করে দিলেন যিনি আমাকে সর্বত্র দর্শন করেন আমিও সেই ভক্তের দৃষ্টির অগোচর হই না। ৩১—৩২নং শ্লোকে যোগীর কার্যকলাপ বর্ণনা করেছেন। ৩২নং শ্লোকে কে সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী তা উল্লেখ করেছেন—যিনি সমস্ত জীবের সুখ ও দুঃখকে নিজের সুখ ও দুঃখের অনুরূপ সমান ভাবে দর্শন করেন। এই শ্লোকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলেন ইসকন্ প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য শ্রীল প্রভুপাদ। তিনি সমস্ত জীবের সুখ-দুঃখকে নিজের সুখ-দুঃখ বলে মনে করেছিলেন বলে সত্তর বৎসর বয়সে কপর্দকশূন্য পরিস্থিতিতে প্রচার করেছিলেন।

৩৩নং শ্লোকে অর্জুন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন—

যোহয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্।।

হে মধুসূদন! তুমি সর্বত্র সমদর্শনরূপ যে যোগ উপদেশ করলে, মনের চঞ্চল স্বভাব বশত আমি তার স্থায়ী স্থিতি দেখতে পাচ্ছি না।

শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকে তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন — অর্জুনের মতো বীর্যবান, দীর্ঘায়ু সম্পন্ন মহাবীর তিনি

পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বে শান্ত পরিবেশে থাকা সত্ত্বেও নিজেকে যোগ সাধনের অযোগ্য বলে মনে করেছেন।

তাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে, কলিযুগে অষ্টাঙ্গযোগ সাধন করা সাধারণ মানুষের পক্ষে অসম্ভব। এমন কি বিভিন্ন যোগ অনুশীলন কেন্দ্রে গিয়ে যোগ পদ্ধতির অন্ধানুকরণ করে আত্মতৃপ্তি লাভ করে, তারা কেবল সময়ের অপব্যবহার করছে। তাই অর্জুন মনের চঞ্চলতাকে আরো ভালভাবে বোঝাবার জন্য একটা উদাহরণ দিয়ে ৩৪নং শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের অমৃতময় বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে বললেন—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেন চ গৃহ্যতে।।
(গীঃ৬।৩৫)

হে মহাবাহো! মন যে দুর্দমনীয় ও চঞ্চল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হে কৌন্তেয়! ক্রমশ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়। শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন—অবাধ্য মনকে সংযত করা যে কত কঠিন তা অর্জুন বুঝতে পেরেছিলেন।

ভগবানও সেই কথা স্বীকার করে জানিয়ে দিলেন অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তা সম্ভব। সেই অভ্যাসটি কি? বর্তমান কলিযুগে তীর্থবাস, পরমাত্মার ধ্যান, মন-ইন্দ্রিয়গুলির নিগ্রহ, ব্রহ্মচর্য, নির্জন বাস, আদি কঠোর বিধি-বিধান পালন করা সম্ভব নয়। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলনের মাধ্যমে নববিধা ভক্তি সাধন করা যায়। ভক্তির প্রথম এবং প্রধান ধাপ হচ্ছে কৃষ্ণকথা শ্রবণ। কৃষ্ণকথা যত বেশি করে শ্রবণ করা যায় ততই দুষ্ট চঞ্চল মনকে কৃষ্ণবিমুখ বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত করা যায়। কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল কার্যকলাপ থেকে মনকে অনাসক্ত করার ফলে সহজেই বৈরাগ্যের শিক্ষা লাভ করা যায়। বৈরাগ্য মানে হচ্ছে বিষয়ের প্রতি অনাসক্তি এবং ভগবানের প্রতি আসক্তি। ৩৬নং শ্লোকে ভগবান সিদ্ধিলাভ করার অভিমত প্রকাশ করলেন—কে পারে সিদ্ধিলাভ করতে? যার মন সংযত এবং যিনি যথার্থ উপায় অবলম্বন করে মনকে বশ করতে চেষ্টা করেন।

হে মহাবাহো! মন যে দুর্দমনীয় ও চঞ্চল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু হে কৌন্তেয়! ক্রমশ অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায়। শ্রীল প্রভুপাদ এই শ্লোকের তাৎপর্যে উল্লেখ করেছেন—অবাধ্য মনকে সংযত করা যে কত কঠিন তা অর্জুন বুঝতে পেরেছিলেন। ভগবানও সেই কথা স্বীকার করে জানিয়ে দিলেন অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা তা সম্ভব।

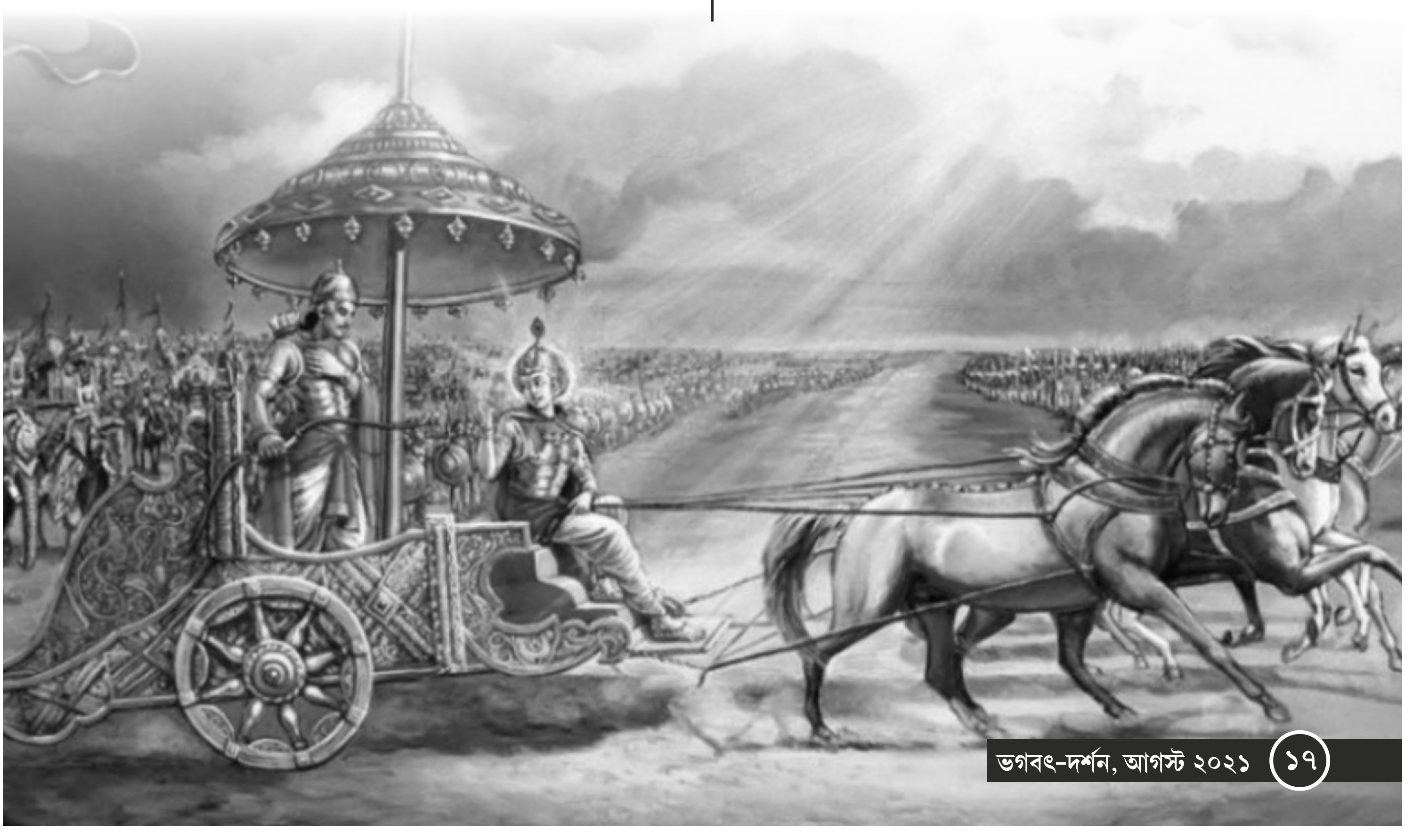

ধারাবাহিক ভাগবত শ্রবণ-ষষ্ঠ পর্ব

শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধ, পঞ্চম অধ্যায়

ব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদের নির্দেশ

গোপীকান্ত দাস ব্রহ্মচারী

অধ্যায়ের সারাংশঃ

শ্লোক ১–৭ ঃ ব্যাসদেব যখন তাঁর অসন্তোষের জন্যে অনুশোচনা করছিলেন তখন নারদমুনি সরস্বতী নদীর তীরে তাঁর আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। তখন নারদ সুখে উপবিষ্ট হয়ে স্মিত হেসে ব্যাসদেবকে বললেন। তুমি কি তোমার দেহ অথবা মনকে তোমার স্বরূপ বলে মনে করে সন্তুষ্ট হয়েছ? তোমার প্রশ্নগুলি ছিল পূর্ণ এবং তোমার অধ্যয়নও যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে, আর তুমি যে সমস্ত বৈদিক নির্দেশ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করে মহৎ এবং অদ্ভুত মহাভারত রচনা করেছ সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। তুমি নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেছ এবং তৎসংলগ্ন জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করেছ। তথাপি হে পুণ্যাত্মা, তুমি কেন নিজেকে অকৃতার্থ বলে মনে করে বিষাদগ্রস্ত হয়েছ?

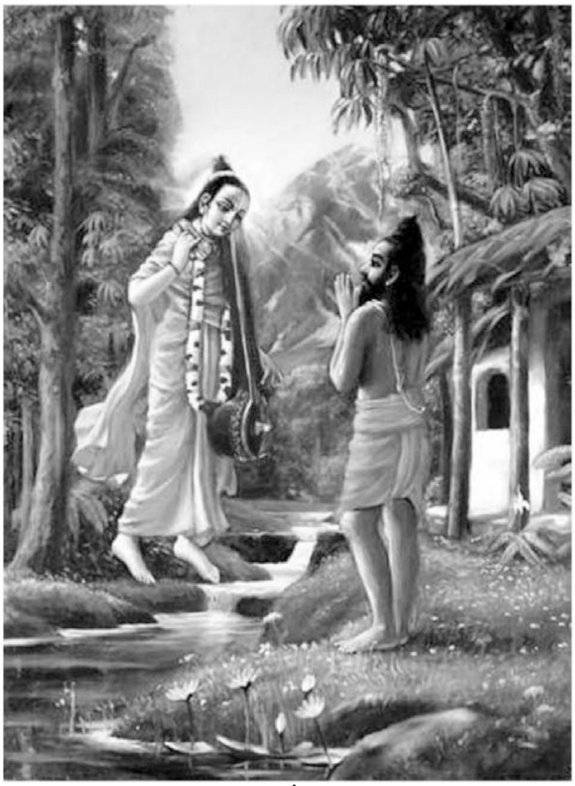

ব্যাসদেব বললেন, আমার হৃদয় সন্তুষ্ট হচ্ছে না। তাই আমি আপনাকে আমার এই অসন্তোষের মূল কারণ জিজ্ঞাসা করছি। ব্রহ্মার সন্তান আপনি অসীম জ্ঞানের অধিকারী। হে প্রভু! সমস্ত গোপন তত্ত্ব সম্বন্ধে আপনি অবগত, কেন না আপনি এই জড়জগতের সৃষ্টিকর্তা ও ধ্বংসকর্তা এবং চিৎ জগতের পালনকর্তা পরমেশ্বর ভগবানের উপাসনা করেন, যিনি জড় জগতের তিনটি গুণের অতীত। সূর্যের মতো আপনি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারেন। আপনি অন্তর্যামীর মতো সর্বব্যাপ্ত। তাই দয়া করে আপনি খুঁজে দেখুন ধর্ম আচরণে এবং ব্রত পালনে নিষ্ণাত থাকা সত্ত্বেও আমার অক্ষমতা কোথায়।

শ্লোক ৮-২২ ঃ শ্রীনারদমুনি বললেন, তুমি পরমেশ্বর ভগবানের অত্যন্ত মহিমান্বিত এবং নির্মল কীর্তি যথার্থভাবে কীর্তন করনি। যে দর্শন পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়গুলির সন্তুষ্টি বিধান করে না, তা অর্থহীন। হে মহান্ ঋষি যদিও তুমি ধর্ম আদি চতুর্বর্গ অত্যন্ত বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছ, কিন্তু তুমি পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের মহিমা বর্ণনা করনি। যে বাণী জগৎ পবিত্রকারী ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে না, তাকে সন্ত পুরুষেরা কাকেদের তীর্থ বলে বিবেচনা করেন। ভগবানের ধামে নিবাসকারী পরমহংসরা সেখানে কোন রকম আনন্দ অনুভব করেন না। পক্ষান্তরে যে সাহিত্য অন্তহীন পরমেশ্বর ভগবানের নাম, রূপ, যশ, লীলা ইত্যাদির বর্ণনায় পূর্ণ তা দিব্য শব্দ তরঙ্গে পরিপূর্ণ এক অপূর্ব সৃষ্টি, যা এই জগতের উদ্‌ভ্রান্ত জনসাধারণের পাপ-পঙ্কিল জীবনে এক বিপ্লবের সূচনা করে। এই অপ্রাকৃত সাহিত্য যদি নির্ভুলভাবে রচিত নাও হয়, তবুও নির্মল চিত্ত সাধুরা শ্রবণ করেন, কীর্তন করেন এবং গ্রহণ করেন। আত্মোপলব্ধির জ্ঞান সব রকমের জড় সংসর্গবিহীন হলেও তা যদি অচ্যুত ভগবানের মহিমা বর্ণনা না করে তা হলে তা অর্থহীন। তেমনই যে সকাম কর্ম শুরু থেকেই ক্লেশদায়ক এবং অনিত্য, তা যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তিযুক্ত সেবার উদ্দেশ্যে সাধিত না হয় তা হলে তার কি প্রয়োজন? হে ব্যাসদেব, তোমার দৃষ্টি সর্বতোভাবে পূর্ণ। তোমার যশ নিষ্কলঙ্ক। তুমি দৃঢ়ব্রত এবং সত্যপ্রতিষ্ঠ তাই জনসাধারণের জড় বন্ধন মোচন করার

জন্য তুমি সমাধিমগ্ন হয়ে পরমেশ্বর ভগবানের লীলাসমূহ দর্শন করতে পার। ভগবানকে ছাড়া তুমি আর যা কিছু বর্ণনা করতে চাও, তা সবই বিভিন্ন রূপ, নাম এবং পরিণাম রূপে মানুষের চিত্তকে উদ্বিগ্ন এবং উত্তেজিত করবে, ঠিক যেভাবে একটি আশ্রয়বিহীন নৌকা বায়ুর দ্বারা তাড়িত হয়ে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়। জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই ভোগের প্রতি আসক্ত, এবং ধর্মের নামে তুমি তাদের তাতে আরও অনুপ্রাণিত করেছ। তা বিশেষভাবে নিন্দনীয় এবং অবিবেচকের মতো কাজ হয়েছে। তোমার দ্বারা এইভাবে নির্দেশিত হয়ে তারা ধর্মের নামে প্রবৃত্তি মার্গে লিপ্ত হবে এবং নিবৃত্তি মার্গ আর অনুসরণ করবে না। পরমেশ্বর ভগবান অসীম।

জড় সুখ ভোগের বাসনা থেকে বিরত অত্যন্ত বিচক্ষণ ব্যক্তিরাই কেবল এই পারমার্থিক তত্ত্বজ্ঞান উপলব্ধি করার যোগ্য। তাই যারা জড় বিষয়াসক্তির ফলে এই স্তরে অধিষ্ঠিত হতে পারেনি, তোমার মতো মহৎ আশয়সম্পন্ন ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের কাহিনী বর্ণনা করার মাধ্যমে তাদের পথ প্রদর্শন করা। ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য যিনি জাগতিক কর্তব্য পরিত্যাগ করেছেন, অপক্ক অবস্থায় যদি কোন কারণে তাঁর পতনও হয়, তবুও তার বিফল হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না। পক্ষান্তরে, অভক্ত যদি সর্বতোভাবে নৈমিত্তিক ধর্ম-অনুষ্ঠানে যুক্ত হয়, তবুও তাতে তার কোন লাভ হয় না। যে সমস্ত মানুষ যথার্থই বুদ্ধিমান এবং পারমার্থিক বিষয়ে উৎসাহী, তাদের কর্তব্য হচ্ছে সেই চরম লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়াস করা, যা এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক থেকে শুরু করে সর্বনিম্ন লোক পর্যন্ত ভ্রমণ করেও লাভ করা যায় না। ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে লব্ধ যে জড় সুখ, তা কালের প্রভাবে আপনা থেকেই লাভ হয়, ঠিক যেমন আকাঙ্ক্ষা না করলেও কালক্রমে আমরা দুঃখ ভোগ করে থাকি। হে প্রিয় ব্যাস, কোন না কোন কারণে, কৃষ্ণভক্তের পতন হলেও তাঁকে কখনই অন্যদের মতো সংসার-চক্রে পতিত হতে হয় না। কেন না, যে মানুষ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের অমৃত আস্বাদন করেছেন, তিনি নিরন্তর ভগবানের স্মরণ করা ছাড়া আর কিছুই করতে পারেন না। পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং এই বিশ্ব, তথাপি তিনি তার অতীত। তাঁর থেকেই এই জগৎ প্রকাশিত হয়েছে, তাঁকে আশ্রয় করেই এই জগৎ বর্তমান এবং প্রলয়ের পর তাঁর মধ্যেই তা লীন হয়ে যায়। তুমি সে সবই জান। আমি কেবল সংক্ষেপে তোমাকে তা বলছি। তুমি পূর্ণদ্রষ্টা। তুমি আত্মার দ্বারা অন্তর্যামী পরমাত্মা ভগবানকে জানতে পার, কেন না তুমি ভগবানের কলা অবতার। যদিও তুমি জন্মহীন, তবুও সমস্ত মানুষের মঙ্গল সাধনের জন্য তুমি এই পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছ। তাই দয়া করে তুমি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য লীলাসমূহ অত্যন্ত উজ্জ্বলভাবে বর্ণনা কর। তত্ত্বদ্রষ্টা মহর্ষিরা যথাযথভাবে সিদ্ধান্ত করেছেন যে তপশ্চর্যা, বেদ অধ্যয়ন, যজ্ঞ, মন্ত্রোচ্চারণ এবং দান আদির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে উত্তমশ্লোক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপার লীলা বিলাসের বর্ণনা করা।

শ্লোক ২৩–৪০ ঃ এই ভাবে নারদমুনি ব্যাসদেবকে ভগবানের অপ্রাকৃত লীলা সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবত রচনার নির্দেশ প্রদান করে তাঁর পূর্ব জীবনের ইতিহাস বর্ণনা করছেন, "হে মুনিবর, পূর্ব কল্পে আমি বেদজ্ঞ ঋষিদের পরিচর্যারত এক দাসীর পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলাম। বর্ষাকালের চারটি মাসে তাঁরা যখন একত্রে বসবাস করছিলেন, তখন আমি তাঁদের সেবায় নিযুক্ত ছিলাম। যদিও তাঁরা ছিলেন সমদর্শী, সেই বেদজ্ঞ মুনিরা তাঁদের অহৈতুকী করুণার প্রভাবে আমাকে আশীর্বাদ করেছিলেন। যদিও আমি তখন ছিলাম একটি বালক মাত্র, কিন্তু তবুও আমি ছিলাম সংযত এবং সব রকম শিশুসুলভ খেলাধুলার প্রতি উদাসীন। তদুপরি, আমি দুরন্ত ছিলাম না এবং আমি প্রয়োজনের অতিরিক্ত কথা বলতাম না, একবার কেবল অনুমতি গ্রহণপূর্বক আমি তাঁদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ

করেছিলাম এবং তারফলে আমার সমস্ত পাপ তৎক্ষণাৎ বিদূরিত হয়েছিল।

তার ফলে আমার হৃদয় নির্মল হয় এবং সেই সময় পরমার্থবাদীদের আচরণের প্রতি আমি আকৃষ্ট হই। হে ব্যাসদেব, সেখানে সেই ঋষিরা প্রতিদিন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চিত্তাকর্ষক কার্যকলাপের বর্ণনা করতেন। তাঁদের অনুগ্রহে আমি তা শ্রবণ করতাম। এইভাবে নিবিষ্ট চিত্তে তা শ্রবণ করার ফলে প্রতিপদে পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা শ্রবণে আমার রুচি বৃদ্ধি পেতে থাকে। হে মহর্ষি, পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি রুচি লাভ করা মাত্রই ভগবানের মহিমা শ্রবণে আমি স্থির মতিসম্পন্ন হয়েছিলাম। সেই রুচি যত বৃদ্ধি পেতে থাকে, ততই আমি বুঝতে পারি যে আমার অজ্ঞানতার ফলে আমাকে এই স্থুল এবং সূক্ষ্ম শরীর গ্রহণ করতে হয়েছে, কেন না ভগবান এবং জীব উভয়ই প্রপঞ্চাতীত। এইভাবে বর্ষা এবং শরৎ এই দুটি ঋতুতে সেই মহান ঋষিদের দ্বারা কীর্তিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির কীর্তন শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ভগবদ্ভক্তির প্রতি আমার প্রবৃত্তি যখন প্রবাহিত হতে শুরু করল, তখন রজ এবং তমোগুণের আবরণ বিদূরিত হয়ে গেল। আমি সেই ঋষিদের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হয়েছিলাম। আমার ব্যবহার ছিল নম্র এবং তাঁদের সেবা করার ফলে আমার সমস্ত পাপ মোচন হয়েছিল। আমার হৃদয়ে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল। আমি আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে সংযত করেছিলাম। আমার দেহ ও মনের দ্বারা আমি অবিচলিতভাবে তাঁদের আজ্ঞা পালন করেছিলাম। দীনবৎসল সেই ভক্তিবেদান্তরা যখন চলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁরা স্বয়ং ভগবান প্রদত্ত পরম গুহ্যজ্ঞান আমাকে দান করেছিলেন। সেই গুহ্যতম জ্ঞানের প্রভাবে আমি সব কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা এবং ধ্বংসকর্তা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শক্তির প্রভাব স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলাম। তা জানার ফলে সহজেই তাঁর কাছে ফিরে যাওয়া যায় এবং তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করা যায়।

হে ব্রাহ্মণ, শাস্ত্রজ্ঞরা বলে গেছেন যে ত্রিতাপ দুঃখ নিরাময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে সমস্ত কর্ম সমর্পণ করা। যেই দ্রব্যের প্রভাবে রোগ জন্মায়, সেই দ্রব্যই যখন অন্য দ্রব্য বা ঔষধের সঙ্গে রসায়ন যোগে মিশ্রিত হয়, তখন তা গ্রহণ করার ফলে সেই রোগের কি নিবৃত্তি হয় না? মানুষের নৈমিত্তিক কাম্য কর্মসমূহ সংসার বন্ধন বা যোনি ভ্রমণের কারণ। কিন্তু সেই সমস্ত কর্মই যখন পরমেশ্বর ভগবানের উদ্দেশ্যে সমর্পিত হয়, তখন তা কর্মরূপী বৃক্ষকে বিনাশ করতে সমর্থ হয়। পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য যে কর্ম করা হয়, তাকে বলা হয় ভক্তিযোগ বা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা, এবং সব রকমের জ্ঞান যখন তার অধীন তত্ত্বরূপে আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। ভক্ত যখন ভগবানের উপদেশ অনুসারে কর্ম করেন, তখন তিনি পুনঃপুনঃ শ্রীকৃষ্ণের গুণ ও নামসমূহ কীর্তন করেন এবং স্মরণ করেন। হে ব্রাহ্মণ, পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আমাকে বেদগুহ্য জ্ঞান দান করেন, এবং তারপর অণিমা আদি দিব্য ঐশ্বর্য দান করেন এবং সেগুলির প্রতি আমার অনাসক্তি দর্শন করে তিনি আমাকে প্রেম প্রদান করেছিলেন। তাই দয়া করে তুমি সর্বশক্তিমান ভগবানের কার্যকলাপের কাহিনী বর্ণনা কর, যা তুমি তোমার বিশাল বৈদিক জ্ঞান থেকে জানতে পেরেছ। কেননা, তা জানলে মহান বিদ্বানদের সবকিছু যানা হয় এবং সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষেরা যারা নিরন্তর জড়জাগতিক দুঃখ ভোগ করছে, তাদের দুঃখ-দুর্দশার সমাপ্তি হয়। এছাড়া দুঃখ নিবৃত্তির আর কোন উপায় নেই।”

বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভাবনামৃতের কার্যাবলী

শ্রীপাদ পঙ্কজাঙ্ঘ্রী প্রভু ইসকনের শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের অতি প্রিয় পূজারী এই নশ্বর জগত থেকে প্রস্থান করলেন

শ্রীপাদ পঙ্কজাঙ্ঘ্রী প্রভু ইসকন শ্রীশ্রীনৃসিংহদেবের অতি প্রিয় পূজারী ৪ঠা মে ২০২১ শ্রীধাম মায়াপুরে এই জগত থেকে অপ্রকট হলেন।

ইসকনের শুরুর সময়ে তারা দুই যমজ ভাই-এর একজন শ্রীপাদ পঙ্কজাঙ্ঘ্রী প্রভু ১৯৭৩ সালে যোগদান করেন। এই দুই যমজ ভাই ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর পরম ধাম শ্রীধাম মায়াপুরে ইসকনের আন্তর্জাতিক প্রধান কেন্দ্রের শ্রীবিগ্রহের প্রেমময় সেবাতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেন।

পঙ্কজাঙ্ঘ্রী প্রভু বিশ্বব্যাপী ভক্তদের কঠিন সময়ে তাদের হৃদয়ের প্রার্থনাটি নিয়ে শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীচরণে নিবেদন করে তাদের হয়ে প্রার্থনা করতেন। প্রত্যেক ভক্ত যারা শ্রীধাম মায়াপুর পরিদর্শন করেছেন তারা প্রায়ই দেখেছেন যে পঙ্কজাঙ্ঘ্রী প্রভু সস্নেহে শ্রীনৃসিংহদেবের শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে ভক্তদের নিবেদন করা পূজা এবং প্রার্থনা সেখানে নিবেদন করছেন এবং ভগবানের মহাপ্রসাদ ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করছেন।

পঙ্কজাঙ্ঘ্রী প্রভু দীর্ঘ দিন ব্যাপী এই পূজারী বিভাগটির তত্ত্বাবধান করেছেন, যাতে ভগবানের সেবা সুদক্ষ, সুচারু এবং তাৎপর্য পূর্ণ রূপে সম্পাদিত হয় সেটি নিশ্চিত করতেন। আমরা তার নিকট চির ঋণী কারণ বিভিন্ন উৎসবে শ্রীবিগ্রহগণের যে মোহময় সৃষ্টি মায়াপুরে আমরা দর্শন করতে পেরেছি তা তারই দান।

পঙ্কজাঙ্ঘ্রী প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতম এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সাপ্তাহিক ক্লাস প্রদান করে ভক্তদের অনুগৃহীত করেছেন। তিনি মায়াপুর অ্যাকাডেমির প্রতিষ্ঠাতা বোর্ড সদস্য এবং প্রেরণার উৎস ছিলেন। সেখানে তিনি ব্রাহ্মণ্য আচার বিধির প্রশিক্ষণ দিতেন এবং তাঁর কাছে শতাধিক ছাত্র যথাযথ ভাব এবং বৈদিক পদ্ধতিতে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের সেবার শিক্ষা গ্রহণ করেন যা শ্রীল প্রভুপাদের নির্দেশ ছিল।

পঞ্চাশ বছরের অবিচল সেবা, যথা—পূজারী, ম্যানেজার, বক্তা এবং শিক্ষক রূপে পঙ্কজাঙ্ঘ্রী প্রভু মায়াপুর কম্যুনিটি এবং বিশ্বব্যাপী ইসকনে একজন প্রিয় ভ্রাতা, অভিভাবক এবং সুহৃদ রূপে বিদিত ছিলেন। তাঁর স্নেহচ্ছায়ায় মায়াপুরে বড় হয়েছেন বহু ভক্ত।

প্রকৃতপক্ষে এই রকম ব্যক্তিত্বের সমাহার বিরল যেখানে নিবেদিত প্রাণ, বিনম্র, সদা হাস্যময় এবং দয়ালু সবকটি গুণই বর্তমান ছিল। শ্রীল প্রভুপাদ ১৯৭৬ সালে স্বয়ং বলেছিলেন, ‘‘পঙ্কজাঙ্ঘ্রী এবং জননিবাস এই দুই ভাই-এর কোন তুলনা নেই’’।

কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ ভারতবর্ষকে গভীরভাবে আঘাত করেছে, ইসকন সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে

কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউ ভারতবর্ষকে গভীরভাবে আঘাত করেছে। মৃত্যুর হার প্রায় দুই লক্ষের সংখ্যাকে অতিক্রম করেছে যদিও বিবিসি বলছে ‘‘আসল মৃত্যুর সংখ্যা এর থেকে অনেক বেশী, কারণ অনেক মৃত্যু সরকারীভাবে নথীভুক্ত হয়নি’’। গত সপ্তাহে প্রত্যহ প্রায় তিন লক্ষ করে নতুন কেস নথীভুক্ত হয়েছে সব মিলে ১৭.৯ মিলিয়নের বেশী কেস নথীভুক্ত হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত যেমন দিল্লী, মুম্বাই, এবং মহারাষ্ট্রে কিছু অঞ্চল ভয়ানকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত; সর্বত্র চিকিৎসা ব্যবস্থার উপর প্রবল চাপ, ঔষধের অভাব এবং অক্সিজেন সরবরাহের মাত্রা খুব কম।

বহু দেশ যথা যুক্তরাজ্য, সিঙ্গাপুর, রাশিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং ফান্স ভারতবর্ষে অত্যাবশ্যকীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম পাঠাতে মনস্থ করেছে। বিবিসির সংবাদ অনুযায়ী যুক্তরাষ্ট্র ১০০ মিলিয়ন ডলারেরও বেশী সামগ্রী পাঠাতে মনস্থ করেছে। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র এবং নিজ সংস্থাগুলি অক্সিজেন চিকিৎসা সরঞ্জাম ইত্যাদি ভারতীয় হাসপাতালগুলিতে সরবরাহ করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে।

ইতিমধ্যে ইসকন ভক্তরাও ভারতবর্ষে সকলের সঙ্গেই কোভিডের সঙ্গে লড়াই করছে এবং সাধ্যমতো সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে। ইসকন ইণ্ডিয়া সম্প্রচার মহানির্দেশক যুধিষ্ঠির দাস বলেন, ''আশ্রমিক এবং সম্প্রদায় ভক্তরা কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউতে আক্রান্ত হয়েছে।'' অধিকাংশ কেসগুলি লঘু কিন্তু কিছু কিছু জটিল আবার কিছু ভক্ত বা তাদের পরিবারবর্গের কেউ কেউ মৃত্যুবরণও করেছে।''

অন্যতম আক্রান্ত স্থান হলো মায়াপুর। যুধিষ্ঠির দাসের বক্তব্য অনুযায়ী সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৩০০। যেহেতু পরীক্ষা যথাযথ সম্ভব হচ্ছে না তাই আসল আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশী। গৃহস্থ ভক্ত ডাক্তার একজন, দুজন নার্স এবং দুজন সহায়ক সর্বক্ষণ সেবা করে চলছেন। যুধিষ্ঠির দাস বলেন, তারা বংশীভবনকে কোভিড কেয়ার কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছেন কিন্তু এছাড়াও তাদের আরও সহায়তা প্রয়োজন।

ইসকন বরোদা টিকা কেন্দ্র

ভারতবর্ষের গুজরাটে, ৬ই এপ্রিল ২০২১, ইসকন ভাদোদরা ওরফে বরোদা প্রথম ইসকন পরিচালিত কোভিড-১৯ টিকা কেন্দ্র খুলল। মন্দিরের ভূগর্ভস্থ হলে কেন্দ্রটি খোলা হয়। টিকা করণের প্রথম ডোজ সম্পন্ন করা হয়েছে যেখানে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ১৬০ জনকে টিকা দেওয়া হয়। ১১ তারিখে অন্য আর একটি টিকাকরণের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

এই কেন্দ্রটি খোলা সম্ভব হয়েছে ইসকন মন্দির পরিচালনবর্গ বিশেষ করে ইসকন ভাদোদরার উপসভাপতি নিত্যানন্দ রাম প্রভু এবং ভাদোদরা পৌর নিগমের সমন্বয়ের মাধ্যমে। অতিরিক্ত সংগঠকরা হলেন চিরাগ ব্যারট, ধীরুকাকা, ময়র শাহ, প্রভিন প্যাটেল, জয় যোশী, যতীন ব্রহ্মভট্ট, ভিকি শাহ, কেতন প্যাটেল, কমলেশ কুমাভাট ইত্যাদি এরা প্রত্যেকেই প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতা, সমাজসেবী এবং ইসকন ভাদোদরার সমর্থক।

ইসকন ভাদোদরা মন্দিরটি ১৯৯৯ সালে নির্মিত হয়েছে এবং মন্দিরের আরাধ্য শ্রীবিগ্রহগণ হলেন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ, শ্রীশ্রীগৌরনিতাই এবং শ্রীশ্রীজগন্নাথ, বলদেব, সুভদ্রা মহারাণী। মন্দির চত্বরে একটি খামার বাড়ীও আছে যেখানে প্রায় ৬০টি গোমাতা আছেন।

করোনা আক্রান্ত পরিবার এবং দরিদ্র মানুষদের মহাপ্রসাদ বিতরণ করে চলেছে দুর্গাপুর ইসকন

দেশব্যাপী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের দ্বিতীয় তরঙ্গে জনজীবন ভীষণভাবে ভয়ার্ত। দুর্গাপুরেও করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। প্রশাসন সম্পূর্ণভাবে সহযোগিতা করলেও সংক্রমিত পরিবারগুলি তীব্র হতাশ ও অসহায়। তারা নিয়মিত নিজেদের আহার্য দ্রব্য প্রস্তুত করতেও অসমর্থ। এমত অবস্থায় জি.বি.সি-র অনুমোদনে এবং পরম আরাধ্যতম শ্রীল জয়পতাকা স্বামী গুরুমহারাজের অনুপ্রেরণায় আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের দুর্গাপুর শাখা দুর্গাপুরে করোনা আক্রান্ত পরিবারগুলিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের মহাপ্রসাদ বিনামূল্যে বিতরণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। বিগত ২৯শে এপ্রিল প্রথমে ৭০ জন আক্রান্ত মানুষকে এই সংকটকালীন পরিষেবা প্রদান করা হয়েছিল, ৭ই মে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৬৩টি পরিবারের ৭৩২ জনে। এই সংবাদে দুর্গাপুরে জনমানসে তীব্র আলোড়ন শুরু হয়। স্থানীয় প্রশাসনও এরূপ সক্রিয়ভাবে জনসাধারণকে সহায়তা প্রদান করতে অসমর্থ। বিগত বছরে এই সময়ে ইসকন দুর্গাপুর মন্দির, দুর্গাপুর ও সন্নিহিত অঞ্চলের বস্তিবাসীদের ধারাবাহিক ভাবে ৫০ দিন ধরে প্রতিদিন কমপক্ষে ৫০০ জন দরিদ্র মানুষকে বিনামূল্যে শ্রীশ্রীরাধামদনমোহনের মহাপ্রসাদ পরিবেশন করেছে। দুর্গাপুরবাসী তা প্রত্যক্ষ করেছেন। সেজন্য নগরবাসী ইসকনের এবারের পদক্ষেপকেও স্বাগত জানিয়েছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন "জনসাধারণ যখন তীব্র সংকটের মুখোমুখি তখন সাধুরা নীরব থাকতে পারেন না।" সেজন্য আমাদের উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অনুমতিতে বিপন্ন মানুষের জন্যে ইসকন দুর্গাপুর মন্দিরের এই পদক্ষেপ ফলপ্রসূ হয়েছে। মানবতা যখন নিকটজনের বিপদে নীরব তখন ইসকন দুর্গাপুরের এই নির্ভীক প্রয়াসে ভক্তবৃন্দ ও সাধারণ মানুষ আপ্লুত।

মন্দিরের অধ্যক্ষ ঔদার্য্য চন্দ্র দাস বলেন, "পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীগুরুমহারাজ এবং সহৃদয় বৈষ্ণববৃন্দের কাছে প্রার্থনা করি ক্ষুদ্র সামর্থ্যের মধ্যেও ইসকন দুর্গাপুর যেন এই পদক্ষেপকে প্রসারিত করে জনসমাজের মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবকে সন্তুষ্ট করতে পারে।"

মস্কোতে হরিনাম জপ সমারোহের বিরুদ্ধে অভিযোগটি প্রশাসন মুকুব করলো

৩রা এপ্রিল ২০২১, তিনটি হরিনাম দলকে মস্কো রাশিয়াতে স্থানীয় পুলিশ আটক করেছিল। ছেচল্লিশটি প্রশাসনিক অপরাধ যুক্ত মামলা পঁচিশজন ভক্তের বিরুদ্ধে রুজু করা হয়েছিল।

মস্কোর রাস্তাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম জপটি প্রায় ত্রিশ বছরেরও বেশী সময় ধরে একটি সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছিল। রাশিয়ার রাজধানীর সংস্কৃতিতে হরিনাম সংযুক্ত হয়েছিল। এটি একটি সনাতন ঐতিহ্য যা সমগ্র বিশ্বে শান্তি ও সমৃদ্ধি বহন করে নিয়ে এসেছে। জনগণ এই রঙীন হরিনাম দলগুলিকে এবং তাদের সুরেলা কীর্তনকে খুব পছন্দ করে।

কিন্তু এই সময়ে, মস্কো কর্তৃপক্ষ অবৈধ জন সমাগম করার অপরাধে ভক্তদের অভিযুক্ত করে। কিন্তু নিরন্তর প্রার্থনায় সমস্ত অভিযোগগুলি মুকুব করে দেওয়া হয়। পুলিশ কর্তৃপক্ষ মামলাগুলি দেখার পর তাতে অভিযোগ করার মতো কোন কারণ খুঁজে পায়নি। তাই বর্তমানে ভক্তরা বিগত ত্রিশ বছরের ন্যায় হরিনাম সংকীর্তন করতে সক্ষম। ভক্তরা তাদের জন্য প্রার্থনা করার কারণে সমগ্র পৃথিবীর ভক্ত সম্প্রদায়ের প্রতি কৃতজ্ঞ।

তুরিণ ইটালির ফুড ফর লাইফ গৃহহীনদের হাজার ভোজন বিতরণ করলো

ইটালীর অন্য বৃহত্তম নগর তুরিণের ফুড ফর লাইফের স্বেচ্ছা সেবকগণ, ২০২০ সালে কোভিড-১৯ অতিমারীর সময় গৃহহীন সেবকদের ১৫,০০০ ভোজন বিতরণ করেছিল। ২০২১ সালে তারা ২০,০০০ ভোজন বিতরণের পরিকল্পনা করছে।

এই প্রকল্পটি প্রভুদাস শুরু করেন, তিনি ২০১৫ সালে মিলান থেকে তুরিণে যান ও একটি মন্দির নির্মাণ করেন যেখানে বহু দিন ধরে কোন ইসকন মন্দির ছিল না। তিনি শূন্য থেকে শুরু করেছিলেন, গ্রন্থ বিতরণের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করেন। একটি বৃহৎ রন্ধনশালাসহ ছোট মাপের ফুড ফর লাইফ প্রকল্প শুরু করেন।

২০১৬ সালের জানুয়ারী মাসে ফুড ফর লাইফ তুরিণ একটি স্থানীয় মানচিত্র সংস্থার সহযোগে ইটালীর সরকারী ছুটির দিন ইপিকেনি উৎসবে ২৫০ জন গৃহহীনদের তাদের প্রথম ভোজন বিতরণ করে। সংবাদ মাধ্যমে ইতিবাচক প্রচারে এই বিষয়টির প্রতি স্থানীয় পৌরসভা উৎসাহিত হয়। তারা ফুড ফর লাইফ এর প্রতি সমর্থন দেন যাতে তারা প্রত্যেক সোমবার গৃহহীনদের খাদ্য বিতরণ করেন।

ভক্তরা এরকম একটি আশ্রয়ে প্রায় ত্রিশ জনকে প্রসাদ বিতরণ করতে শুরু করেন। তাদের এই সেবার প্রশংসা করে পৌরসভা তাদেরকে তাদের এই সেবা আরও চারটি আশ্রয়ে বর্ধিত করতে বলে যেখানে প্রত্যেক সপ্তাহে ১২০টি ভোজন সরবরাহ হবে এবং পরে তা লিওনার্দো প্রকল্পের সঙ্গে সহযোগিতায় প্রত্যেক সপ্তাহে রাস্তাতে গৃহহীন মানুষকে ২০০ ভোজন সরবরাহ করছে।

যখন মার্চ ২০২০ সালে কোভিড আঘাত হানে তখন ভক্ত সমেত সকলকে লকডাউনে যেতে হয়েছিল। সমস্ত গৃহহীন কেন্দ্রগুলি বন্ধ হয়ে যায় এবং ফুড ফর লাইফ প্রকল্পকেও স্থগিত করতে হয়।

তখন তুরিণ ফুড ফর লাইফ প্রত্যেক সোমবার ৩৩০ বাক্স প্রসাদম বিতরণ করতে শুরু করে। ভক্তরা মাস্ক, গ্লাবস পরে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ইসকন তুরিণ মন্দিরের বিশাল বাণিজ্যিক রন্ধনশালাতে প্রতি সোমবার সকাল দশটাতে এবং বিকেল ছটাতে রান্না করে পুনঃব্যবস্থার যোগ্য বাক্সে গরম ভাত, সবজি, রুটি, হালুয়া প্যাক করে বিতরণ করেছে।

ব্রহ্মসংহিতা

মায়া হি যস্য জগদণ্ডশতানি সূতে
ত্রৈগুণ্যতদ্বিষয়বেদবিতায়মানা।
সত্ত্বাবলম্বিপরসত্ত্ববিশুদ্ধসত্ত্বং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।৪১।।

মায়া—বহিরঙ্গা শক্তি; *হি*— অবশ্যই; *যস্য*—যাঁর; *জগদণ্ড*—ব্রহ্মাণ্ড; *শতানি*—অসংখ্য; *সূতে*—প্রসব করে; *ত্রৈগুণ্য*—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ সমন্বিত; *তদ্-বিষয়*—সেই বিষয়; *বেদ*---বেদশাস্ত্রে; *বিতায়মানা*---বিস্তৃতভাবে বর্ণিত; *সত্ত্ব-অবলম্বি*—সমগ্র অস্তিত্বের অবলম্বন; *পর-সত্ত্বম্* —মায়া স্পর্শশূন্য বিশুদ্ধ সত্ত্ব মূর্তি; *গোবিন্দম্*---গোবিন্দকে; *আদিপুরুষমং* ---আদিপুরুষকে; *তম্*—সেই; *অহং*—আমি; *ভজামি* —ভজনা করি।।

ত্রিগুণময়ী ও অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধি বেদজ্ঞান বিস্তারিণী মায়া যাঁর অপরা শক্তি, সেই সমগ্র অস্তিত্বের অবলম্বন বিশুদ্ধ সত্ত্ব রূপ আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।।

মায়া হি যস্য জগদণ্ড শতানি সূতে—অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড উৎপাদনকারিণী মায়া যাঁর। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অধ্যক্ষতায় মায়া চরাচর বিশ্বকে উৎপাদন করে এবং ভগবানের অধ্যক্ষতা হেতু জগৎ বারংবার উৎপন্ন ও লয় হয়। (গীতা ৯।১০) শ্রীভগবানের কটাক্ষ দ্বারা চালিত হয়েই প্রকৃতি এই চরাচর জগৎ বারংবার প্রসব করে থাকে। প্রকৃতি তাঁর অধীনা বলে তাঁর অধ্যক্ষতায় সৃজনশক্তি লাভ করে, নতুবা জড়রূপা প্রকৃতি কোন কিছু সৃজন করতে পারে না। (বিশ্বনাথ চক্রবর্তী) কৃষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ। অগ্নি শক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ।। (চৈঃ চঃ আদি ৫।৬০) লোহার যেমন দহন করার বা তাপ প্রদান করার শক্তি নেই, কিন্তু অগ্নির সংস্পর্শে তপ্ত হয়ে লোহা অন্য বস্তুকে দহন করতে ও তাপ দিতে সমর্থ হয়। জড়া প্রকৃতি লোহার মতো, কেননা শ্রীবিষ্ণুর সংস্পর্শ ছাড়া তার কার্য করার কোন স্বতন্ত্রতা নেই। শ্রীকৃষ্ণের অংশ প্রকাশ কারণোদকশায়ী বিষ্ণুর দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে শক্তি সঞ্চারিত হলেই প্রকৃতি জড় সৃষ্টির উপাদানগুলি সরবরাহ করার যোগ্যতা অর্জন করে। জড়া প্রকৃতি স্বতন্ত্রভাবে জড় উপাদানগুলি সরবরাহ করতে পারে না। প্রকৃতি বা সমগ্র জড় শক্তি বা মায়া শ্রীভগবানের অধ্যক্ষতায় কার্য করে। সমস্ত জড় উপাদানগুলির উৎস হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ। কিন্তু নাস্তিকেরা শ্রীকৃষ্ণকে ভুলে জড়া প্রকৃতিকেই সমস্ত উপাদানগুলির উৎস বলে ভ্রান্ত ধারণা করে।

ত্রৈগুণ্য তদ্‌বিষয় বেদ বিতায়মানা—মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের কথা বেদে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। উৎপত্তি বা সৃষ্টি হয় রজোগুণে। উৎপত্তি হয়ে স্থিতি হয় রজো মিশ্রিত সত্ত্বগুণে। এবং বিনাশ হয় তমোগুণে।

সত্ত্ব অবলম্বি পরসত্ত্ব বিশুদ্ধ সত্ত্বং—মায়ার রজঃ ও তমঃ মিশ্রিত যে সত্ত্বগুণ, তার অবলম্বন হচ্ছে অমিশ্র সত্ত্ব বা শুদ্ধ সত্ত্ব, তা অপ্রাকৃত এবং নিত্য বর্তমান ধর্মই পরসত্ত্ব।

গোবিন্দম্ আদিপুরুষং তম্ অহম্ ভজামি—(সেই পরম বিশুদ্ধ চিৎশক্তি-বৃত্তিরূপ সত্ত্ব যাঁর, অর্থাৎ মায়া স্পর্শশূন্য বিশুদ্ধমূর্তি) সেই আদি পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।

– সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী

দেবতা ও ভগবান

প্রেমাঞ্জন দাস

অনেকে মনে করেন যে সনাতন ধর্মে ভগবান অনেক। ইন্দ্র, কালী, লক্ষ্মী, দুর্গা সবই নাকি ভগবান। কিন্তু তা ঠিক নয়। মুসলমান ধর্মে বহু ঈশ্বরবাদী স্বীকার করা হয়নি। খ্রীস্টান ধর্মেও একেশ্বরবাদ সুস্পষ্টরূপে স্বীকৃত হয়েছে। আমাদের সনাতন ধর্মও সুস্পষ্টরূপে একেশ্বরবাদী। ভুল বোঝাবুঝির ফলে অনেকে সনাতন ধর্মকে বহু ঈশ্বরবাদী বলে মনে করেন। আমাদের বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, একোহহম বহু স্যাম। অর্থাৎ এক ছাড়া দ্বিতীয় নাই। তাহলে তিনি বহু হলেন কি করে? ভগবান নিজেকে বহুরূপে বিস্তার করেও এক থাকতে পারেন। একেই বলা হয় বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য, (Unity in diversity)।

একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাপারটা একটু স্পষ্ট করা যেতে পারে। লক্ষ লক্ষ কম্পিউটারে আমরা ইউটিউব চ্যানেল দেখতে পাই। এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, ইউটিউব চ্যানেল কয়টি? উত্তর হবে একটি। তাহলে সাধারণ একটিমাত্র ইউটিউব চ্যানেল যদি লক্ষ লক্ষ কম্পিউটারে লক্ষ লক্ষ রূপে বিস্তার লাভ করতে পারে, তাহলে সর্বশক্তিমান ভগবান কেন নিজেকে অনন্ত রূপে বিস্তার করতে পারবেন না?

একটিমাত্র সূর্য থেকে অফুরন্ত আলোক এবং উত্তাপ বিস্তার লাভ করছে, অসংখ্য কিরণ কণা বিস্তার লাভ করছে। তাহলে সর্বশক্তিমান ভগবান থেকে কেন অসংখ্য বিস্তার হতে পারবে না?

ঈশোপনিষদে বলা হয়েছে ঃ

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদম্ পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।

অর্থাৎ ভগবান পূর্ণ, ভগবানের সৃষ্টি পূর্ণ। পূর্ণ থেকে পূর্ণ বিস্তার লাভ করে। পূর্ণ থেকে পূর্ণ আদায় করলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে। অর্থাৎ ভগবান এক হলেও নিজেকে অনন্তরূপে বিস্তার করতে সক্ষম।

পূর্ণতার একটি দৃষ্টান্ত হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসনৃত্য। সর্ব শক্তিমান ভগবান তাঁর শক্তি বিস্তার করলেন অনন্ত রূপে। তার মধ্যে অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা এবং তটস্থা হলো প্রধান। অন্তরঙ্গা শক্তির নাম হলো রাধা। রাধা আবার নিজেকে অনন্ত কোটি অনুরাধা রূপে বিস্তার করলেন। এইসব অনুরাধাদের বলা হয় গোপী। ভগবান হচ্ছেন আনন্দময়োভ্যাসাৎ অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবেই আনন্দময়। আনন্দ চিন্ময় রস আস্বাদন করার জন্য ভগবান বাঁশী বাজিয়ে রাধা সহ অনুরাধাদের ডাকলেন। কৃষ্ণ তখনও একা বসেছিলেন। যখন দুজন গোপী এলেন, এক কৃষ্ণ দুই হলেন। যখন ১০ জন গোপী এলেন, এক কৃষ্ণ ১০ হলেন। লক্ষ লক্ষ গোপী এলেন। কৃষ্ণও নিজেকে লক্ষ লক্ষ কৃষ্ণ রূপে প্রকাশ করলেন। আমি এক আছি। কিন্তু আনন্দ আস্বাদনের জন্য বহু হব। কৃষ্ণ তা করে দেখালেন।

এইভাবে কৃষ্ণ নানাভাবে নিজেকে বিস্তার করেন। পূর্ণ শক্তি রূপে, আংশিক শক্তি রূপে, তটস্থা শক্তি রূপে, ইত্যাদি বিস্তারের কোনও শেষ নেই।

ভগবদ্গীতায় কৃষ্ণ বলেছেন ঃ

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি।।
(গীতা ১৫/৭)

এই জড় জগতে বদ্ধ জীবসমূহ আমার সনাতন বিভিন্নাংশ। জড়া প্রকৃতির বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার ফলে তারা মন সহ ছয়টি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রকৃতি রূপ ক্ষেত্রে কঠোর সংগ্রাম করছে। গীতার এই শ্লোক অনুসারে আমরা সকলেই হচ্ছি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ।

দেবতারাও আমাদের মতো ভগবানের বিভিন্নাংশ। সূর্য থেকে যেমন সূর্যের বিভিন্ন রঙ, কিরণকণা, উত্তাপ, গ্রহ ইত্যাদির বিস্তার হয়, ঠিক তেমনি ভগবান থেকে স্বাংশ বিস্তার, বিভিন্নাংশ বিস্তার, নানাবিধ শক্তির বিস্তার হয়ে থাকে। বৈদিক সিদ্ধান্ত হলো, কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। কৃষ্ণ হলেন স্বয়ং ভগবান। ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ অর্থাৎ কৃষ্ণ হলেন পরম ঈশ্বর। সেই কৃষ্ণ থেকে অসংখ্য বিষ্ণু তত্ত্ব, অসংখ্য শক্তি তত্ত্ব, অসংখ্য জীব তত্ত্ব বিস্তার লাভ করছে। অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র, ব্রহ্মাণ্ড সবই হচ্ছে কৃষ্ণশক্তির বিস্তার।

দেবতারা সকলেই আমাদের মতোই জীব তত্ত্ব। বিশেষ পুণ্য ফলে তারা জড়জগতের পরিচালনার কিছু দায়িত্বভার লাভ করছে। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার বিভিন্নাংশ বিস্তারের মাধ্যমে অর্থাৎ দেবতাদের মাধ্যমে জগত পরিচালনা করেন, সূর্য যেমন তার কিরণের মাধ্যমে বৃক্ষলতাদির ভরণপোষণ করে থাকেন।

উকিলে উকিলে মতানৈক্য হলে আইনের গ্রন্থ থেকে সেই মত পার্থক্য দূর করা সম্ভব। সনাতন ধর্মে আইনের গ্রন্থ হচ্ছে গীতা, ভাগবত ইত্যাদি।

এবার আমরা এইসব দেবতাদের উপাসনা সম্পর্কে গীতা এবং অমল পুরাণ ভাগবতের কিছু শ্লোক থেকে আলোচনা করব। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নবম অধ্যায়ের ২৩ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

যেহপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতা।
তেহপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্বকম্।।

হে কৌন্তেয়! যারা অন্য দেবতাদের ভক্ত, এবং শ্রদ্ধা সহকারে তাঁদের পূজা করে, প্রকৃতপক্ষে তারা অবিধিপূর্বক আমারই পূজা করে।

এই শ্লোকে 'অবিধিপূর্বক' কথাটি খুব গুরুত্বপূর্ণ। অবিধিপূর্বকম্ কথাটির মানে হলো বেআইনি। অর্থাৎ যারা এই শ্লোকের বক্তা স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পূজা সরাসরি করে না, দেবতাদের মাধ্যমে করে, তাদের পূজাটা বেআইনি। বেআইনি মানে হলো সঠিক নয়। উদাহরণ স্বরূপ, আমরা ডানহাত দিয়ে সরাসরি মুখে খাবার দিতে পারি। সেটা বিধি পূর্বক আহার গ্রহণের পন্থা। কিন্তু আমরা যদি ঘাড়ের পেছন দিয়ে হাত ঘুরিয়ে কিংবা পায়ের নীচ দিয়ে হাত ঘুরিয়ে মুখে খাবার দিই, তাহলে তা হবে অবিধি পূর্বক অর্থাৎ বেআইনি। এই শ্লোক অনুসারে অন্য দেবতাদের উপাসনার মাধ্যমে যারা কৃষ্ণপূজা করেন, তারা বেআইনিভাবে পূজা করেন। আইন সম্মত পূজা হলো সরাসরি কৃষ্ণপূজা।

গীতার সপ্তম অধ্যায়ের ২৩ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে ঃ

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি।।

অর্থাৎ দেবতা উপাসনার ফল হচ্ছে ক্ষণস্থায়ী। অল্প মেধাবী ব্যক্তিরা দেবতার উপাসনা করে। দেব উপাসকেরা দেবলোকে যায়। কিন্তু আমার ভক্তরা আমাদের কাছে আসে।

গীতায় আরও বলা হয়েছে যে, কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তে অন্য দেবতা।(৭/২০)

কামনার দ্বারা যাদের বুদ্ধি অপহৃত বা চুরি হয়ে গেছে, তারা অন্য দেবতার পূজা করে। অর্থাৎ অন্য দেবতার উপাসকদের বুদ্ধি কামনার দ্বারা নষ্ট হয়ে গেছে। দেব উপাসকের গন্তব্য আর কৃষ্ণ উপাসকের গন্তব্য এক নয়।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোহপি মাম্।।

অর্থাৎ দেবতার উপাসকেরা দেবলোকে যায়, পিতৃপুরুষের উপাসকেরা পিতৃলোকে যায়, ভূতপ্রেতের উপাসকেরা ভূতলোকে যায়, আর আমার উপাসকেরা আমার কাছে ফিরে আসে। অর্থাৎ শুধু কৃষ্ণ উপাসকেরাই কৃষ্ণলোকে যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধের ৩১ অধ্যায়ের ১৪ নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছেঃ

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্বার্হণমচ্যুতেজ্যা।।

অর্থাৎ গাছের গোড়ায় জল ঢাললে যেমন সেই গাছের স্কন্ধ, ডালপালা তৃপ্ত হয়, কিংবা পাকস্থলীতে খাবার দিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়, ঠিক তেমনি অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করলে সমস্ত দেবদেবী প্রসন্ন হন। যস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। যিনি তুষ্ট হলে শুধু দেবদেবী কেন, জগতের সকলেই তুষ্ট হবেন। যস্মিন্ বিজ্ঞাতে সর্বমেবম্ বিজ্ঞাতং ভবন্তি। যাকে জানলে সব কিছু জানা হয়ে যায়, তিনিই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা বলেছেন, ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ অর্থাৎ কৃষ্ণই হচ্ছেন পরম ঈশ্বর। তিনিই সর্ব কারণ কারণম্।। অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণই হচ্ছেন স্বয়ং ভগবান।

গাছের গোড়ায় জল ঢাললে যেমন সেই গাছের স্কন্ধ, ডালপালা তৃপ্ত হয়, কিংবা পাকস্থলীতে খাবার দিলে যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়, ঠিক তেমনি অচ্যুত ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করলে সমস্ত দেবদেবী প্রসন্ন হন। যস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্ট।

সুতরাং পৃথক পৃথক ভাবে ৩৩ কোটি দেবদেবীর পূজা করার কোনও দরকার নেই। আর তা কারও পক্ষে সম্ভবও নয়। ৩৩ কোটি বাতাসা বা নকুল দানা ক্রয় করে, ৩৩ কোটি ধূপ কাঠি জ্বালিয়ে এই সব ৩৩ কোটি দেবদেবীকে প্রসন্ন করা প্রায় অসম্ভব কাজ। শুধু কৃষ্ণ উপাসনাতেই সর্ব সিদ্ধি। এইটি সাধু গুরু শাস্ত্র এবং পরম্পরার সিদ্ধান্ত।

রাত্রিবেলায় সূর্য দর্শন

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের শিক্ষামূলক গল্প থেকে সংগৃহীত

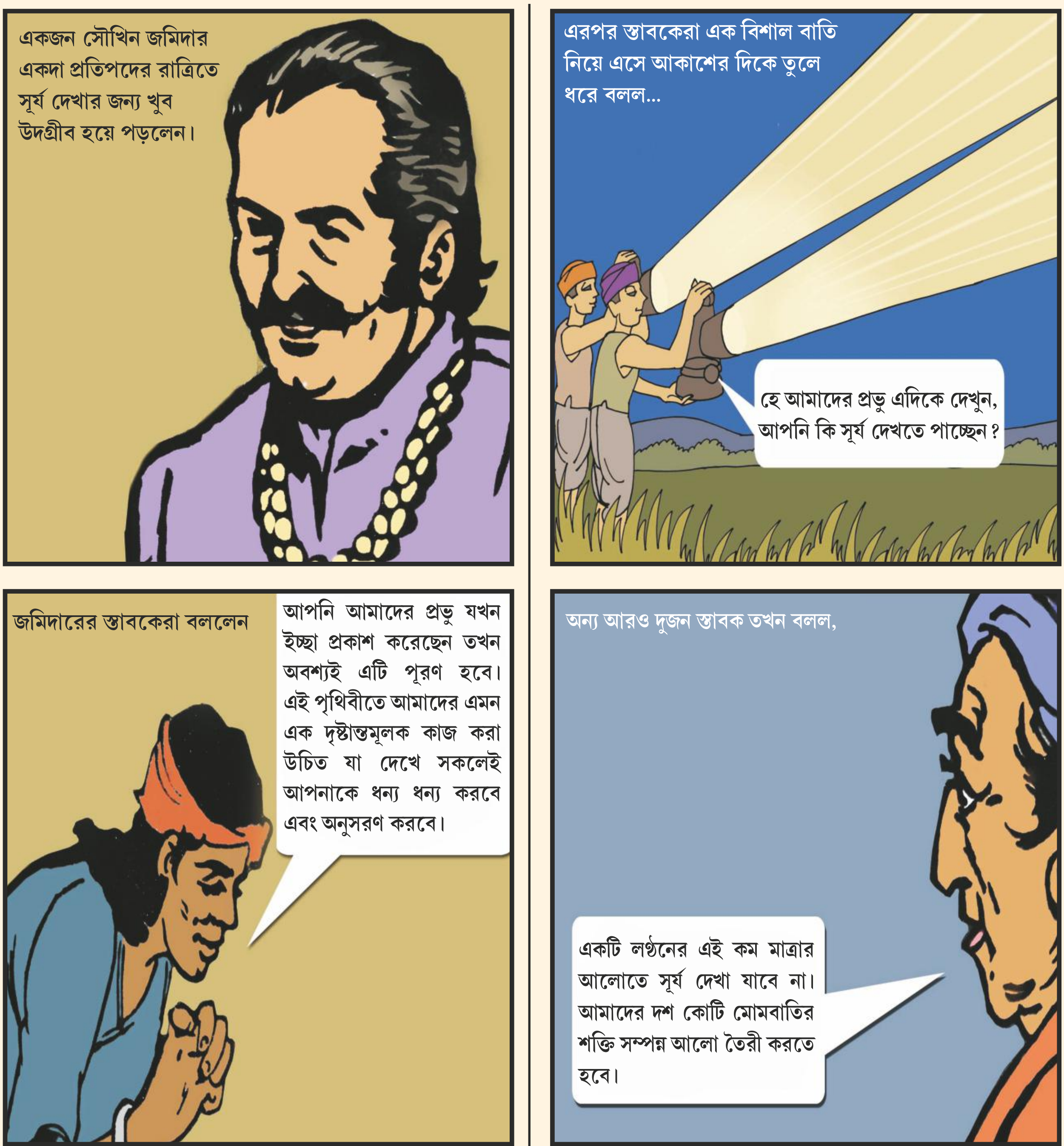

তাৎপর্যঃ

অনুরূপভাবে জড়বাদী বিজ্ঞানী, নির্মাণবিদ এবং অন্যান্য মায়াচ্ছন্ন মানুষেরা সচ্চিদানন্দময় পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করার প্রতিটি প্রয়াস যা তারা তথাকথিত জড়জ্ঞান এবং মনোপ্রসূত জল্পনা কল্পনা থেকে লাভ করেছে তা কেবলই আত্মপ্রবঞ্চনা।

যেমন শতশত কৃত্রিম আলোর দ্বারা রাত্রিকালে সূর্য দেখা কোন মতেই সম্ভব নয়, অনুরূপ ভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির দিব্য রূপ এবং আধ্যাত্মিক গুরু ও বৈষ্ণবগণকে কখনোই তথাকথিত জড়বাদী জীবদের তাদের জড় জ্ঞান দ্বারা দর্শন করা সম্ভব নয়।

যেমন সূর্য শুধুমাত্র সূর্যালোকেই দর্শন করা সম্ভব, অনুরূপভাবে কেবল মাত্র গুরু এবং বৈষ্ণবদের কৃপার ফলেই ভগবান হরির দিব্যরূপ দর্শন সম্ভব। আধ্যাত্মিক গুরুদেবকে লঘু জ্ঞানের দ্বারা অনুধাবন করা যায় না। যেকোন জড় জীবাত্মা যিনি মোহগ্রস্ত তিনি কখনোই মায়াধীশ শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করতে পারেন না এবং পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় শুদ্ধ বৈষ্ণবকেও উপলব্ধি করতে পারেন না।

শ্রীব্রহ্মার প্রতিবেদন

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেব

দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ
সর্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে।
কুর্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা
লোভাভিভূতমনসোহকুশলানি শশ্বৎ।।

হে ভগবান!

সর্ব অশুভ বিনাশ করে
তব লীলা কথা।
শ্রবণ কীর্তন হৈতে জীবের
ঘুচে সর্ব ব্যথা।।
তব প্রসঙ্গ বিমুখ জনের
ভাবনা কিম্ভুত।
নগণ্য কাম- সুখের আশায়
হৃদয় অভিভুত।।
অপরাধময় সকল কাজে
নিয়তই উদ্যত।
দৈব কর্তৃক ভ্রষ্ট বুদ্ধি
ভাগ্য বিড়ম্বিত।।

ক্ষুত্তৃট্ত্রিধাতুভিরিমা মুহুরর্দ্যমানাঃ
শীতোষ্ণবাতবর্ষৈরিতরেতরাচ্চ।
কামাগ্নিনাচ্যুতরুষা চ সদুর্ভরেণ
সম্পশ্যতো মন উরুক্রম সীদতে মে।।

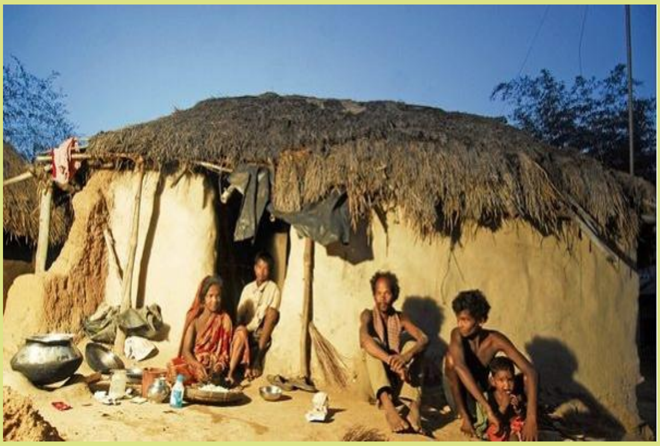

তাই তো তারা ক্ষুধা তৃষ্ণায়
বাতপিত্তাদিরে।
গরম ঠাণ্ডা বায়ু বর্ষায়
ক্লিষ্ট বারংবারে।।
জ্বলতেই থাকে দুঃসহ কামে
ক্রোধে অবিরত।
তাদেরে দেখিয়া হে ভগবান
মুঞি দুঃখিত চিত।।

যাবৎপৃথক্ত্বমিদমাত্মন ইন্দ্রিয়ার্থ-
মায়াবলং ভগবতো জন ঈশ পশ্যেৎ।
তাবন্ন সংসৃতিরসৌ প্রতিসংক্রমেত
ব্যর্থাপি দুঃখনিবহং বহতী ক্রিয়ার্থা।।

এই সব লোক যত দিন দেহে
আত্ম বুদ্ধি করে।
তত দিন তারা জড় সংসারে
যাতনা বয়ে মরে।।
তোমার মায়া জোর জবস্তি
আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধে।
হে ভগবান বোঝে না তারা
কেমন মরণ ফাঁদে।।

অহ্ন্যাপৃতার্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োহপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি।।

বুদ্ধিহীনের আর কি কথা
যত বড় বড় মতি।
তব প্রসঙ্গ বিমুখ হলে
এই মতো দুর্গতি।।
দিবসে তারা ইতর কাজে
প্রচুর পরিশ্রমে।
ক্লান্তিতে রাতে শয়ন করে
নানা স্বপ্ন মনে।।
মন গড়া কত কল্পনাতে
নিদ্রা ভঙ্গ হয়।
অশান্তি তাদের মূহুর্মুহু
ভাগ্যেতে জুটয়।।
হে ভগবান তোমার কথা
নাই যেই সংসারে।
সে সংসারে বৃথা জন্ম
মানব দেহ ধরে।।

অনুবাদ ঃ **সনাতনগোপাল দাস ব্রহ্মচারী**

সুবর্ণ সুযোগ
সুবর্ণ সুযোগ
সুবর্ণ সুযোগ

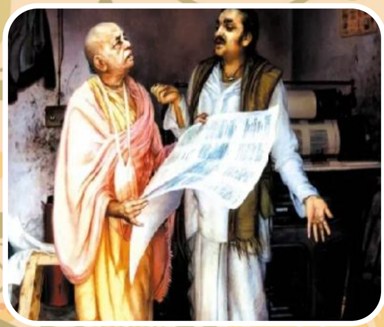

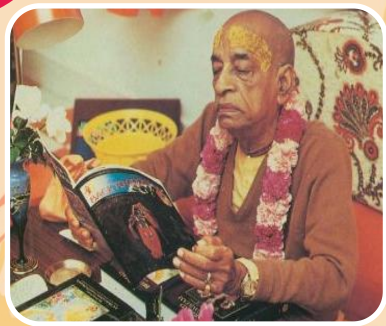

যে সকল ভক্তগণ, প্রচার কেন্দ্র ও মন্দিরগুলি ভগবৎ-দর্শন পত্রিকা বিতরণ করতে উৎসাহী তাঁরা অতি অবশ্যই যোগাযোগ করুন

৯০৭৩৭৯১২৩৭

আপনি কি আপনার ব্যবসার আয় বাড়াতে আগ্রহী?

আজই ভগবৎ-দর্শন মাসিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন।

আগ্রহী ব্যক্তিগণ অবশ্যই যোগাযোগ করুন

৯০৭৩৭৯১২৩৭

অথবা ই-মেল করুন btgbengali@gmail.com

এই মহান কাজের মাধ্যমে আপনার ব্যবসার শ্রীবৃদ্ধি ঘটান এবং ভগবানের কৃপা লাভ করুন।